

তৃণমূলের উদ্যোগেও রামনবমীর বিশাল শোভাযাত্রা হাওড়ায়। সায়নীর বক্তব্য, রামের নাম করে ওরা ভোট চায়



দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৭ এপ্রিল : বৃধবার রামনবমীর শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয় তৃণমূলের উদ্যোগেও। বৃধবার সকালে উত্তর হাওড়ার লিলুয়া হনুমান মন্দির মহাবীর চক থেকে রামনবমীর শোভাযাত্রা শুরু হয়৷ শেষ হয় হাওড়া সালকিয়া বজরবলী মন্দির গাভঃকোয়ার্টারে এসে৷ রামনবমীর এই শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন প্রাণী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যের

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরুণ রায়, বালির বিধায়ক ডাঃ রাণা চট্টোপাধ্যায়, তৃণমূল যুব কংগ্রেসের রাজ্য সভানেত্রী তথা যাদবপুরের প্রাণী সায়নী ঘোষ, হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি কৈলাশ মিশ্র প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের বহু কর্মী সমর্থকরাও। বর্ণাঢ্য এই শোভাযাত্রা

প্রচারের ফাঁকে বাজার সারলেন আরাবাগ লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী



দুরন্ত বার্তা,আরামবাগ, ১৭ এপ্রিল : রীতিমত দর দাম করে প্রচারের ফাঁকে বাজার সারলেন আরামবাগ লোকসভার তৃণমূল প্রাণী মিতালি বাগ। বৃধবার সকালে প্রথমে তারকেশ্বর মন্দিরে পূজা দেন মিতালি বাগ।এর পরই নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন তিনি।তারকেশ্বর পৌরসভার হয় নম্বর ওয়ার্ড এর গেস্টহাউস রোড এলাকায় প্রচার সেরে, তারকেশ্বর মন্দির রোড হয়ে বিদ্যামন্দির স্থল রোডে প্রচার করেন তৃণমূল প্রাণী মিতালী বাগ। প্রচারের ফাঁকেই তারকেশ্বর রেল স্টেশন সংলগ্ন সজি বাজারে দর দাম করে সজী কিনতে দেখা যায় তৃণমূল প্রাণী মিতালি বাগ কোবাজার সেরে এরপর টোটোয় চেপে প্রচার শুরু করেন তারকেশ্বর পৌরসভার সাত নম্বর ওয়ার্ড এর বি পি আর সহ বিভিন্ন এলাকায়। বৃধবার তৃণমূল প্রাণীর প্রচার সঙ্গে ছিলেন আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা তারকেশ্বরের বিধায়ক রামেন্দু সিংহরায় সহ তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মী সমর্থকরা।

সকাল, সকাল লোকসভা নির্বাচনের প্রচার সারলেন সিপিআইএম প্রার্থী

দুরন্ত বার্তা, তারকেশ্বর , ১৭ এপ্রিল : সকাল, সকাল লোকসভা নির্বাচনের প্রচার সারলেন সিপিআইএম প্রাণী বিপ্লব কুমার মৈত্রা। তারকেশ্বর থানারতালপুর অঞ্চলের নারকেল তলা পাটি অফিস থেকে । চাপাডাঙ্গা বাজার , কলেজ রোড হয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রাম ঘুরে প্রাণী কে নিয়ে প্রচার হয়। তরুণ প্রাণীকে কাছে পেয়ে এলাকার মানুষের উসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। সুসজ্জিত মিছিল দেখে মানুষের দলবল কথাবার্তায় উঠে আসছে সামগ্রিক পরিস্থিতির বদল ঘটায়। তৃণমূলের নেতাদের বাজার , ব্যবসায়ীদের কাছে টাকা তোলা নিয়ে জুলুমবাজির কথা উঠে আসে। এলাকার পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে দীর্ঘদিন। সে সমস্যার সমাধানে কোনো ভূমিকা দেখা যায় নি এখনো । এই পরিস্থিতিতে তৃণমূল বিজেপি যে কোণঠাসা তা সহজেই অনুমেয। বিপ্লবাবাবু এক বৃদ্ধা কে জড়িয়ে ধরে বলেন সকাল সকাল ভোট টা ,দিতে চলে যাবেন

উৎসবের চেহা়রায় হুগলির আইনজীবী জয়দীপ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি



দুরন্ত বার্তা, তারকেশ্বর , ১৭ এপ্রিল : অন্নপূর্ণা পূজা ঘিরে হুগলির রায় বাজারে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী জয়দীপ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে উৎসবের চেহারা নিয়েছে। মঙ্গলবার অন্নপূর্ণা পূজার পাশাপাশি নবরাত্রি ব্রত উদযাপন, রামনবমীর পূজা পাঠ ও চন্দী সপ্তসতী মহাযজ্ঞ নিষ্ঠার সঙ্গে করা হয়। এই পূজো উপলক্ষে মুখার্জি বাড়িতে বহু বিশিষ্ট অভিনেতা অভিনেত্রী যেমন আনেন, তেমনি হাজির থাকেন বিভিন্ন মঠ ও মন্দিরের মোহন্ত মহারাজ, সাধু সন্ন্যাসী ও ধর্মগুরু, জ্যোতিষ বিশেষজ্ঞরা। এ প্রসঙ্গে জয়দীপবাবু বলেন এ বছর এই পূজার ৮৬ তম বর্ষে পদার্পণ করল। প্রথমে ঘটে এই পূজোর সূচনা করেন তার ঠাকুমা প্রয়াত কমলা রানী মুখোপাধ্যায়, এরপর প্রতিমা পূজার প্রচলন করেন তার বাবা প্রয়াত শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও প্রয়াত মাতামহী শেফালিকা সরকার। বেশ কয়েক বছর হুগ্ তার মা মলয়া মুখোপাধ্যায় প্রয়াত হয়েছেন। বর্তমানে কিন্তু বিরাট প্রতিমা এনে ঢাক ঢোল বাদ্যবন্ত্র সহকারে অন্নপূর্ণা পূজিত হয়ে চলেছে।

সম্পত্তি ভাগাভাগি নিয়ে শরিকি বিবাদে দাদা খুন
দুরন্ত বার্তা, তারকেশ্বর , ১৭ এপ্রিল : সম্পত্তি ভাগাভাগি নিয়ে শরিকি বিবাদে দাদা খুন করল দুই ভাইঘটনা সিদ্ধর খানার চক মির্জাপুর গ্রামেরমৃতের নাম শৈলেন্দ্রনাথ পাকিরা (৭১)।পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে দীর্ঘদিন ধরে সম্পত্তি ভাগাভাগি নিয়ে আদালতে মামলা চলছিল শৈলেঃ দ্রনাথ পাকিরার সাথে তার দুই খুরতুতো ভাইয়ের। বৃধবার সকালে বারি সামনে শৈলেন্দ্রনাথ পাকিরার সাথে পরিবারের আত্মীয়দের সঙ্গে বিবাদ চরমে ওঠে। সেইসময় অভিযুক্ত দুই খুড়তুতো ভাই গাছের ডাল দিয়ে শৈলেন্দ্রনাথ পাকিরার মাথায় আঘাত করে ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পানো শৈলেন্দ্রনাথ পাকিরা। রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে সিদ্ধর গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে যায় তার পরিবারের সদস্যরাহাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎস শৈলেন্দ্রনাথ পাকিরাকে মৃত বলে ঘোষণা করে।পুলিশ খুনের ঘটনায় জয়েলেন পাকিরা ও লক্ষণ পাকিরা কে গ্রেফতার করে। ধৃতদের বৃধবার চন্দননগর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

ভারত-বাংলাদেশ স্থল সীমান্তে ট্রাক টার্মিনাসগুলির পার্কিং ফি বাবদ ৪৬১ কোটি টাকা রাজস্ব আয়

বিভিন্ন পথ প্রদক্ষিণ করে। সকাল দশটায় শুরু হয় এই শোভাযাত্রা। এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাণী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, হাওড়ায় কোনও সমস্যা নেই। শুভেদ্পু অধিকারীর কথার কোনও মূল্য দিইনা। আমি কারও বিরুদ্ধে বলতে চাইনা। ওরাও বিবীচনে লড়াই করতে এসেছে। আমিও লড়াই করতে এসেছি। যাকে মানুষ গ্রহণ করবে তিনিই জিতবেন। আমাদের দল একটা পরিবার। আমরা সবাই সকলের সঙ্গে আছি। এই গরমের সময় নির্বাচন হয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শীতের সময় নির্বাচনের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু তা মানা হয়নি। খেলার মাঠে দীর্ঘদিন গরমে কাটিয়েছি। কোনও অসুবিধা হচ্ছেনা। আমাদের মিছিলে অভূতপূর্ব সীতা পাওয়া যাচ্ছে। এদিন সায়নী ঘোষ বলেন, বিজেপি মনে করে শ্রীরামের নামে তাদের অধিকার আছে। বিজেপি ৩৬৫ দিন রামের নামে রাজনীতি করে। রামের নাম করে ভোট চায়। তৃণমূল কংগ্রেসকে আর যাই হোক ঈশ্বরের নামে ভোট চাইতে হয়না। উন্নয়ন করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর মানুষ করেন আশীর্বাদ।

রামনবমীতে অস্ত্র হাতে শোভাযাত্রার ছবি দেখা গেল হাওড়াতেও

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৭ এপ্রিল : রামনবমীতে অস্ত্র হাতে শোভাযাত্রার ছবি দেখা গেল হাওড়াতেও। বৃধবার সকালে হাওড়ার রামরাজাতলার ওই শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপি প্রাণী ডাঃ রথীন চক্রবর্তীও। প্রসঙ্গত, যাবতীয় নির্দেশকে ‘উপেক্ষা’ করেই এদিন অস্ত্র হাতে মিছিল করতে দেখা যায় মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের। তরোয়াল হাতে মিছিলে অংশ নিতে দেখা যায় তাদের। এদিন মধ্য হাওড়া রামসেনার পক্ষ থেকে রামনবমী উপলক্ষে এক বিশেষ শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয় খুরুট মোড় থেকে রামরাজাতলা রাম মন্দির পর্যন্ত। গেরক্যা ধাঙ্গা, শঙ্খ, ঢাক ও হরিনাম কীর্তন সহকারে ওই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। শিবশঙ্কর সাধুর্ধার উদ্যোগে মিছিলে উপস্থিত হন হাওড়া সদরের বিজেপি প্রাণী ড়াুরথীন চক্রবর্তী, রাজ্য বিজেপির রাজ্য সঞ্জয় সিং, মনোজ পাণ্ডে, উমেশ রাই এবং বিজেপি হাওড়া সদর সভাপতি রমাপ্রসাদ ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। এর পাশাপাশি, এদিন রামনবমী উপলক্ষে শ্রীরামনবমী উদযাপন সমিতির উদ্যোগে হাওয়ার বিবেকানঃ দ স্থল থেকেও পর্যন্ত এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আযোজন করা হয়। ওই শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন হাওড়ার বিজেপি প্রাণী ডাঃ রথীন

কলকাতায় পরিস্কার আকাশ, দক্ষিণবঙ্গে তাপপ্রবাহের সতর্কতা

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল : বৃধবার সকাল থেকে আকাশ মূলত পরিষ্কার থাকবে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। গরমের পাশাপাশি সারাদিন অস্বস্তিকর আবহাওয়া থাকবে। এমনটাই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া

ভারত-বাংলাদেশ স্থল সীমান্তে ট্রাক টার্মিনাসগুলির পার্কিং ফি বাবদ ৪৬১ কোটি টাকা রাজস্ব আয়



দিনাজপুরের হিলি, কোচবিহারের চ্যাংডাবান্ধা, আলিপুরদুয়ারের জয়গাঁও, জলপাইগুড়ির ফুলবাতি এবং দার্জিলিংয়ের পানিটাকি এই ৬ টি ট্রাক টার্মিনাস থেকে পার্কিং ফি বাবদ মোট ২৭৭ কোটি টাকার বেশি রাজস্ব আদায় হয়েছে বলে পরিবহন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে। এরমধ্যে সর্বাধিক ৬০ কোটি টাকা আদায় হয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা পেট্রোলো সীমান্তে। ওই জেলারই যোজাডাঙ্গা সীমান্তে ৫২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা পার্কিং ফি আদায় করা হয়েছে। বাকুড়ার মহদিপুর সীমান্তে ৩৭ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা উত্তরবঙ্গের হিলিতে ২৬ কোটি টাকার বেশি রাজস্ব আদায় হয়েছে। এছাড়া চ্যাংডাবান্ধায় সীমান্ত থেকে ২১ কোটি টাকার বেশি এবং ফুলবাড়ী ট্রাক টার্মিনাস থেকে সাত কোটি ৬০ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে বলে পরিবহন সূত্রে জানা গেছে। উল্লেখ্য, এর আগে পর্যন্ত স্থানীয় এজেন্সি এবং পুরসভাগুলি এই টার্মিনাসগুলি থেকে পার্কিং ফি আদায় করত। যা নিয়ে অস্বচ্ছতার অভিযোগে গুঠায় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পরিবহন দফতর সমস্ত ট্রাক টার্মিনাস গুলিকে নিজে হাতে নিয়ে সুনির্দিষ্ট হারে রাজস্ব আদায়ে শুরু করে। তারপরেই রাজস্ব আদায় বাড়ানো সম্ভব হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রের দাবি।



সমাজের পক্ষ থেকেও পরম্পরা মেনে অস্ত্র মিছিল করা হয় হাওড়ায়। বিগত প্রায় ৭০ বছর ধরে এই মিছিল হয়ে আসছে। খটকি সমাজের কর্মকর্তা বিবেক সোনকর বলেন, পরম্পরা মেনেই এই অনুষ্ঠান চলে আসছে। এটাই ধর্মীয় রীতি। খটকি সমাজের অন্যান্য এনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপি প্রাণী ডাঃ রথীন চক্রবর্তী এদিন তৃণমূল সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কেও একহাত নেন।

তিনি বলেন, উনি বলেছিলেন ৮০০ বছর আগে এখানে নাকি হিন্দুরা কেউ থাকতেন না। আমি নিজেও একজন

দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠে নজর কাড়া কুমারী পূজা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ এপ্রিল : ক্বারাম নবমীর দিন দক্ষিণেশ্বর আদ্যাপীঠ মন্দিরে অনুষ্ঠিত হলে৷



কুমারী পূজোআদ্য মাযের স্বপ্রাদেশ পেয়ে অন্নদা ঠাকুর ইডেন গার্ডেনের একটি গাছের তলা থেকে আদ্য৷

মাকে নিয়ে এসে দক্ষিণেশ্বরের পাশে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আদ্যাপীঠ মন্দিরের। সেই আদ্যাপীঠ মন্দিরেই অন্নদা ঠাকুরের রীতিনীতি মেনে দক্ষিণেশ্বর আদ্যাপীঠ মন্দিরে রামনবমীর দিন অনুষ্ঠিত হয় কুমারী পূজো। এবছর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ২০০০ কুমারীকে মাতৃরূপে পূজো করা হয় দক্ষিণেশ্বর আদ্যাপীঠ মন্দিরে। কুমারী পূজো করতে গিয়ে কুমারীদের মণেই মায়ের দর্শন পেয়েছিলেন অন্নদা ঠাকুর সেই থেকেই এই আদ্যাপীঠ মন্দিরে কুমারী পূজো অনুষ্ঠিত হয়। এই রামনবমীর দিন আদ্যাপীঠ মন্দিরে কুমারী পূজো দেখতে হাজার হাজার তক্তের সমাগম ঘটে।সমগ্র কুমারী পূজো টি পরিচালনায় ছিলেন আদ্যাপীঠের সাধারণ সম্পাদক কাম ট্রাস্টি ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই । তথ্য ও ছবি সুবল সাহা ।

নকল রেলওয়ে জব র্যাকেট ধরা পড়ল

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল : সূত্রের তথ্যের ভিত্তিতে, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের ভিজিলা্যস টিম একটি জাল নিয়োগ র্যাকেট ফাঁস করে এবং ১৬.০৪.২৪ তারিখে চক্রধরপুর বিভাগের বীরবন রেলওয়ে স্টেশনে একটি সুপরিকল্পিত অভি্যানে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে। রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর কর্মকর্তা এবং বিভাগীয় বাণিজ্যিক পরিদর্শকের সাথে তিনজন ভিজিলা্যস ইন্সপেক্টরের সমন্বয়ে একটি ভিজিলা্যস টিম দ্বারা একটি যৌথ চেক পরিচালিত হয়েছিল। বীরবানস রেলওয়ে স্টেশনের রেলওয়ে বুকিং কাউন্টারে CCTC (বাণিজ্যিক ক্লার্ক কাম টিকিট কালেক্টর) পদের জন্য জাল নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া গেছে। এটিও অভিযোগ ছিল যে জাল নিয়োগপত্র, রেলওয়ে আইডি কার্ড এবং পোস্টিং অর্ডার জরি করে অর্থের বিনিময়ে চাকরিপ্রার্থীদের প্রতারণা করা হয়েছিল। ভিজিলা্যস টিমের জিজ্ঞাসাবাদের সময়, বীরবানস রেলওয়ে স্টেশনে রেলওয়ে বুকিং কাউন্টারে দায়িত্ব পালনকারী তিন ব্যক্তি জানিয়েছেন যে তারা ১১.০৬.২৪ তারিখ থেকে বীরবানস রেলওয়ে স্টেশনে দায়িত্ব পালন করছেন যা তাদের হাতে দেওয়া জাল নিয়োগপত্র এবং আইডি কার্ডের ভিত্তিতে। তিন মাসের প্রশিক্ষণকালীন সময়ে প্রতি মাসে ১০,০০০- টাকা হারে মাসিক বেতনের আশ্রাস এবং প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার পর প্রতি মাসে ৩০,০০০- টাকা দেওয়ার আশ্রাস দিয়ে ধর্ষকদের। তারা বীরবন রেলওয়ে স্টেশনে প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন। আরও জিজ্ঞাসাবাদে তারা ভিজিলা্যস টিমের কাছে স্বীকার করেছে যে তারা চাকরির জন্য একজনকে বিপুল অর্থ (তিনজনের আশ্রাস থেকে মোট ২১ লাখ টাকা) দিয়েছে।

নিউবারাকপুরে পুরপ্রধানের প্রচার জনসংযোগ

দুরন্ত বার্তা, নিউবারাকপুর, ১৭ এপ্রিল : বৃধবার বিকেলে দমদম কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রাণী অধ্যাপক সৌগত রায়ের সমর্থনে নববারাকপুর প্রচারের নেন ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি প্রচার জনসংযোগ সারলেন পুরপ্রধান প্রবীর সাহা ও ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি নির্মিকা বাগচী সহ ওয়ার্ডের তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের সাথে নিয়ে। মানবিক মুখামন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনমুখি বাস্তবায়িত প্রকল্প গুলির পরিষেবা সুবিধার কথা গুলি তুলে ধরে একটি পুস্তিকা ও রাজ্য বাজেটের লিফলেট বিলি করছেন। দু হাত করজোড়ে ভোট প্রার্থনা করছেন পুরপ্রধান ও পুর প্রতিনিধি। ওয়ার্ডের নাগরিকরা ঘর থেকে ঘেরিয়ে আশীর্বাদ করছেন। পুরপ্রধান প্রবীর সাহা জানান এলাকায় উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে চতুর্থ বারের সৌগ তৃণমূল কংগ্রেস প্রাণী অধ্যাপক সৌগত রায় কে পুরনার নির্বাচিত করতে বাড়ি বাড়ি প্রচার করা হচ্ছে দলীয় কাউন্সিলর সহ কর্মীদের সাথে নিয়ে। বেশ ভালো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। বিভিন্ন ওয়ার্ডে চলছে প্রচার ও জনসংযোগ কর্মসূচি।

কাশীর মহাশ্মশান হরিশ্চন্দ্র ঘাটের বিন্যাস পরিবর্তন

১৭ এপ্রিল : কাশী মহাশ্মশান মণিকর্ণিকার পাশাপাশি রাজা হরিশচন্দ্র ঘাটও দেখা যাবে নতুন রূপে। জমির অবস্থা বিবেচনা করে বিন্যাসে কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়েছে। সঙ্গে উচ্চতাও কিছুটা বাড়ানো হয়েছে। ঢাকা শ্মশান এলাকায় একসঙ্গে পাঁচটার বেশি মৃতদেহ পোড়ানো যাবে। শ্মশানের আয়তন হবে প্রায় ৬২০০ বর্গফুট। শ্মশানের নব নামকরণ ‘

দ্বার’। হরিশ্চন্দ্র ঘাটে পার্কিং সবচেয়ে বড় সমস্যা। ঘাটের রেজিস্ট্রেশন কক্ষ, ঘাটের সিঁড়ি সংলগ্ন জনসাধারণের সকল সুযোগ-সুবিধা ম্যাপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০২৩ সালের ৭ জুলাই এর ভিত্তিপ্তরত স্থাপন করেছিলেন। লেআউটেও নই পার্কিংয়ের ব্যবস্থা। তবে এর জন্য জমি তন্নাশি চলছে বলে জানানো হয়েছে। পার্কিংয়ের

অর্থা রামনবমীর দিন ২৮ জন কুমারী কে দিয়ে শুরু করেছিলেন কুমারী পূজো। সেই থেকে অন্নদা ঠাকুরের রীতিনীতি মেনে দক্ষিণেশ্বর আদ্যাপীঠ মন্দিরে রামনবমীর দিন অনুষ্ঠিত হয় কুমারী পূজো। এবছর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ২০০০ কুমারীকে মাতৃরূপে পূজো করা হয় দক্ষিণেশ্বর আদ্যাপীঠ মন্দিরে। কুমারী পূজো করতে গিয়ে কুমারীদের মণেই মায়ের দর্শন পেয়েছিলেন অন্নদা ঠাকুর সেই থেকেই এই আদ্যাপীঠ মন্দিরে কুমারী পূজো অনুষ্ঠিত হয়। এই রামনবমীর দিন আদ্যাপীঠ মন্দিরে কুমারী পূজো দেখতে হাজার হাজার তক্তের সমাগম ঘটে।সমগ্র কুমারী পূজো টি পরিচালনায় ছিলেন আদ্যাপীঠের সাধারণ সম্পাদক কাম ট্রাস্টি ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই । তথ্য ও ছবি সুবল সাহা ।

লোকসভা নির্বাচনের মাঝেই রামনবমী উদযাপন ঘিরে আগেই বাড়তি সতর্কতা



দুরন্ত বার্তা, নিউবারাকপুর, ১৭ এপ্রিল : লোকসভা নির্বাচনের মাঝেই রামনবমী উদযাপন ঘিরে আগেই বাড়তি সতর্কতা নিয়েছিল প্রশাসন। ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের পক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয় কোনরকম অস্ত্র নিয়ে মিছিল করা যাবে না। আর তাই এদিন সকাল থেকেই বিশেষ পুলিশ নিরাপত্তা চোখে পড়ে কমিশনারেট এলাকার যে সমস্ত জায়গায় রামনবমীর মিছিল বের হওয়ার কথা রয়েছে সেই এলাকাগুলিতে। শুধু তাই নয় পুলিশের পাশাপাশি ড্রোনের মাধ্যমেও চালানো হয় কড়া নজরদারি। যাতে কোন রকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে নির্বাচন পর্বের মাঝে তাই আরো বাড়তি সতর্ক প্রশাসন বলেই মনে করা হচ্ছে। ব্যারাকপুরের কমিশনারেটের প্রতিটি থানা এলাকায় সিসি ক্যামেরার পাশাপাশি শোভাযাত্রায় নজরদারিতে ড্রোন ব্যবহার করা হচ্ছে। যে সমস্ত রাস্তা দিয়ে মিছিল যাওয়ার কথা সেই জায়গাগুলিতেও অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়ন করা হয়েছে। পুলিশের সঙ্গে নজরদারিতে ব্যবহার করা হচ্ছে আপাতত থেকে যাওয়া এক কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীকেও। বৃধবার সকালে সনাতন ভাবনা আয়োজিত নব ব্যারাকপুর কৃষ্টি প্রেক্ষাগৃহের সামনে থেকে বের হওয়া শুভ রামনবমী শোভাযাত্রা তত লোকজন না থাকলেও দেখা গেল শোভাযাত্রা ঘিরে ব্যাকব পুলিশ নজরদারি। ছিলেন যোলা এসিপি তনয় চ্যাটার্জি, থানার ওসি সুমিত কুমার বৈদ্য সহ থানার অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকেরা। কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই এদিনের এই রামনবমীর মিছিল শেষ হয়। জেলার অন্যান্য প্রান্তেও শোভাযাত্রা ঘিরে বাড়তি নজরদারি চোখে পড়ছে।

ক্যানিংয়ে তৃণমূল আইএসএফ বিবাদে গ্রেফতার ২

দুরন্ত বার্তা, ক্যানিং, ১৭ এপ্রিল : ক্যানিংয়ে তৃণমূল ও আইএসএফ-এর মধ্যে বিবাদে ২ জনকে গ্রেফতার করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে তৃণমূল ও আইএসএফ কর্মীদের মধ্যে বচসা থেকে মারামারির সৃষ্টি হয়। তারফলে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনাটি ঘটেছে, ক্যানিংয়ের দক্ষিণরিঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ অঙ্গদবেরিয়ায়। মোকাদ্দেস গাজী নামে এক তৃণমূল কর্মীকে বৈধাক মারধরের অভিযোগ উঠেছে এলাকার আইএসএফ কর্মীদের বিরুদ্ধে। পাশ্চা জহিরুল সর্দার সহ বেশ কয়েকজন আইএসএফ কর্মীকেও মারধরের অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় দপক্ষই ক্যানিং থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে দুজনকে গ্রেফতার করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, মঙ্গলবার রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ রাস্তায় কয়েকজন আইএসএফ কর্মী বসেছিলেন। তৃণমূলের অভিযোগ তারা, সন্ধ্যা থেকে বাইওয়ার সময় আচমকই আইএসএফ কর্মীরা তাদের উপর হামলা চালায়। ঘটনায় তৃণমূলের বৃথ সভাপতি মোকাদ্দেস গাজী সহ দুজন তৃণমূল কর্মী জখম হয়েছেন।

উত্তর পাড়ায় রামনবমীতে বিজেপির পদযাত্রা

উত্তর পাড়া,১৭ এপ্রিল : হুগলির উত্তরপাড়ার মাখনা মানিকতলা মাতৃকা মন্দির হইতে বৃধবার সকাল সাড়ে দশটায় রামনবমী উপলক্ষে বিজেপির উত্তর পাড়া ও মাখনা মন্ডলের পক্ষ থেকে পন্যাত্রা বের হয় পতাকা ফেঁসুন এলাকার্ড বিজেপি কর্মীরা হাতে নিয়ে এই পদযাত্রায় শামিল হয় সঙ্গে ঢাকঢোল বাজিয়ে ও বজ্র বাজিয়ে। চলে স্লোগান জয় শ্রীরাম পেছনে বেশ কিছু অটো টোটো ব্যানার লাগিয়ে পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করে এই পদযাত্রার সামনে পুলিশ ছিল পন্যাত্রা টি এন মুখার্জি রোড হয়ে উত্তর পাড়া রাম সীতা ঘাটের কাছে গিয়ে শেষ হয় অংশগ্রহণ করেন বিজেপির নেতা প্রণয় রায় সহ নেতৃবৃন্দ ছিলেন বিজেপির মহিলারাও। রামনবমী উপলক্ষে একই দিনে বিজেপির দুটি মিছিল বের হয়,উত্তরপাড়া মাখনা বিড়লা মোড় থেকে একটি শোভাযাত্রা বিকালে বের হয়,যেখানে ছিল ঘোড়ার গাড়ি সহ রাম এর ছবি,কীর্তন দল, ধামসা মালদ ,মোতায়েন বিশাল পুলিশ বাহিনী। এছাড়াও ছিল ডিজে বজ্র,যা নিয়ে বিজেপি নেতা পক্ষজ রাই জানান মানুষ এত ভালোবাসা দিয়েছে তাই এত পরিমাণে অংশগ্রহণ করেছেন। সবাইকে ধন্যবাদ,এছাড়াও এই মিছিলে অংশ গ্রহণ করেছিলেন বিজেপি প্রাণী কবীর শঙ্কর বোস ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দূরন্ত বর্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ১৩৮ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৫ বৈশাখ, ১৪৩১

লোকসভা নির্বাচনী মত

লোকসভার নির্বাচনে এবারে মহিলা ভোট কার দিকে বেশি পড়বে তা নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ শুরু হয়ে গিয়েছে। তবে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে গ্রামীণ ভোট যাদের পক্ষে বেশি পড়েছে তারাই সরকার গঠন করেছে। বাম আন্দোলন গ্রামীণ ভোট বাম ফ্রন্ট সরকারের পক্ষে পড়েছিল। তারপরে সেই গ্রামীণ ভোট কেড়ে নিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জমি কেড়ে শিল্প গড়ার নীতি বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিল গ্রামের বাসিন্দারা যা সিপিএম আগে থেকে কল্পনা করতে পারেনি। তাদের শাসন যে হাত ছাড়া হয়ে যেতে শুরু করেছে সেটা উপলব্ধি করতে পারেননি বাম দলের নেতারা। তার ওপরে রয়েছে বুদ্ধদেবের বিরুদ্ধে দলীয় কৌশল যার প্রভাবে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য গদি হারালেন। এবারে নেত্রী যতই গলা ফাটনা না কেন গ্রামীণ ভোট তাঁকে পেতে হবে। নাহলে তিনি লোকসভার নির্বাচনে জয়লাভ করতে পারবেন না। গ্রামীণ ভোট এবং মহিলা ভোট কার পক্ষে বেশি পড়তে শুরু করেছে। তা যদি অনুভূত করা যায় তাহলে বুঝতেহবে বাংলারা সেই দল নয়। সংসদে সাংসদ পাঠানোর ক্ষমতা তৈরি করবে। এবারে বিজেপি দলও উল্লেখ্য পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। বিজেপির ইস্তাহারে মহিলাদের সুযোগ সুবিধা কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বয়স্ক বা প্রবীণ ব্যক্তিদের ব্যাপারে কোনও বিশেষ কিছু বলা হয়নি। তাদের পেনশন দেওয়ার কথার উল্লেখ নেই। রেলো যে বয়স্করা ছাড় পেতো তা এখন বন্ধ করে দিয়েছে রেল। যার ফলে প্রবীণরা এখন পুরো রেল ভাড়া দিয়ে সফর করতে শুরু করেছে। এদিকে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে ইস্তাহার প্রকাশ করা হয়েছে। তবে তাদের পরিকল্পনা কথা বারবার নেত্রী নির্বাচনী প্রচারে বলেছেন। সিপিএম দলও নির্বাচনী প্রচারে উন্নয়নের কথা উল্লেখ করেছে। কংগ্রেস দল এবারে উন্নয়নকে আগ্রধিকার দিয়েছে। তবে গ্রামীণ এবং মহিলা উন্নয়নের কথা বেশি করে প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পশ্চিমবঙ্গে এখনও অমিত শাহ নির্বাচনী প্রচারে অংশ গ্রহণ করলেও দল প্রান দেখাতে পাওয়া যায়নি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মোদি এখন সবচেয়ে সক্রিয় এবং দায়িত্বশীল প্রধানমন্ত্রী। চিন ভারতের নির্বাচনে মাথা গলাতে চেষ্টা করছে না। তবুও কিন্তু সত্যক রয়েছে ভারতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। কোনও বিদেশি শক্তি যাতে ভারতের নির্বাচনে নাক না গলাতে পারে। যদিও মোদির মতের সঙ্গে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর মতের মিল হচ্ছে না। এদিকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে মোদির মৈত্রী রয়েছে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন মোদির পক্ষে। এখনও ভারত ইজরায়েল এবং ইরান যুদ্ধ নিয়ে কোনও মত প্রকাশ করছে না। তবে বলা হয়েছে ইরান ইজরায়েল যুদ্ধ শুরু হলে ভারতে তার প্রভাব পড়বে। ব্যবসার ওপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে এই যুদ্ধ। বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর বলেছেন সারা বিশ্ব জুড়ে এখন আর্থিক মন্দা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। ঠিক এই সময়ই ইরান ইজরায়েল যদি যুদ্ধ শুরু হয় তাহলে আবার পৃথিবীতে ক্রুসেড যুদ্ধ দেখা দেবে। সবার হাতে রছেছে পরমানু অস্ত্র। তা ব্যবহার করতে পিছু পা হবে না। তার ফলে বিশ্ব খুবই ভয়ঙ্কর সঙ্কটের মধ্যে পড়তে শুরু করে দেবে।

‘এক বিশ্ব এক স্বাস্থ্য’

আন্তর্জাতিক নাগরিক হওয়ার স্বীকৃতি না পেলে ‘এক বিশ্ব এক স্বাস্থ্য’ বাস্তবে রূপ পাওয়া খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে বলে বিশ্বাস করেন বিশেষজ্ঞরা। তারা মনে করেন প্রধানমন্ত্রী মোদির কথায় জগৎ সত্যের সন্ধান দেওয়া থাকলেও তাকে কিন্তু এখন গড়ে তোলার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। সীমান্তে কীট তারের বেড়া, পাসপোর্ট ভিসা ব্যবস্থা যতদিন থাকবে ততদিন এক বিশ্ব এক স্বাস্থ্য গড়ে তোলা একবারে অসম্ভব। বিশ্ব নাগরিক হওয়ার পথটা আগে তৈরি করতে হবে। নাহলে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মোদির কথা বাস্তবে রূপ পাবে না। অতি অবাঞ্ছিত পরিণত হবে। আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মেস্সিঞ্জারে কীটা তরোর বেড়া দিতে শুরু করে দিয়েছিলেন। কানাডাবাসীরা যাতে সহজে আমেরিকায় প্রবেশ না করতে পারে তার জন্য কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। আমেরিকার চারদিকে কীটা তারের বেড়া দিয়ে বৈধে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটি মাত্র চিন্তা কাজ করছিল ‘আমেরিকা ফর আমেরিকানস’। আন্তর্জাতিক নাগরিকতাবাদকে ট্রাম্প অমান্য করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তিনি ভাবতে শুরু করেছিলেন আমেরিকাবাসীদের আর্থিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়ার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে এশিয়াবাসীদের আগমনের ফলে। কানাডাবাসীরা অতি সহজে আমেরিকায় প্রবেশ করে আমেরিকার সম্পদের ওপরে ভাগ বসাতে শুরু করে দিয়েছে। আমেরিকাবাসীরা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করছে তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে বিশ্বে মেধাবীরা আমেরিকায় বসবাস করে আমেরিকার কোম্পানির উচ্চ পদে আসীন হয়ে উন্নত আমেরিকা গড়তে তুলছে। আমেরিকার আয়ের অধিকাংশটাতে ভাগ বসাচ্ছে আমেরিকায় আসা বহিগতরা। তাদের হাতেই গোটা আমেরিকাটা চলে গিয়েছে। বহিরাগতদের হাত থেকে আমেরিকাকে রক্ষা করতে হবে এই রকম একটি ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন ট্রাম্প। আর তাঁকে সমর্থন করতে গিয়ে শুরু হয়ে গেল ব্লাক লাইভস আন্দোলন। প্রাণ দিতে হয়েছিল জঙ্গ ফ্লয়েডকে। বর্ণ বিদ্বেষ আন্দোলন আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করলো। ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি করে ফেলেছিলেন প্রাক্তন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যার ফল ভোগ করতে হয়েছিল গোটা বিশ্বেকে। তিনি এখনও মনে করেন, তিনি হচ্ছেন সেরা প্রেসিডেন্ট

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর



শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র ঠাকুর বরেনা, চাব সেবায় ব্রতী হতে হবে। সেবার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের সন্ধান করতে হবে। যিনি মানব সেবা তথা

জীব সেবা করতে পারেন তাঁর স্থান হচ্ছে ঈশ্বরের ওপরে। প্রকৃত জীব সেবা কোনও সময়ে বদনা করে না। জীব সেবা হচ্ছে মহৎ কাজ। যিনি জীব সেবা করতে পারেন তিনি সবার কাছে ডিয় হন। জীব সেবাই হচ্ছে ভগবান সাধনার একটি অন্যতম পথ। বাইকে সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করা উচিত। সেবাকে জীবনের পরম পথ বলে স্বীকার করে নিতে বলেছি বলছেন ভগিনী নিবেদিতা। সেই কারণে বেবুড় মঠের প্রতিটি সন্তানেরা সেবার কাজে লিপ্ত থাকে।

তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপা



তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলছেন, জীবনটা যদি শুদ্ধ না হল তাহলে পুজোপাঠ করে কী লাভ। মায়ের শক্তিকে ধারণ করতে হবে। জাগ্রতি করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধ করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সং শক্তিকে। জাগরিত

কাশীতে সনাতন ধর্মের ‘বিশ্ব মাতৃ দিবস’ পালন

এবং আবার এটি ‘দেবী জয়ন্তী’ নামেও বিখ্যাত

জয়দেব দাস কাশী

(বেনারসের নবরাত্রি পূজা বিখ্যাত। শুধু বেনারসই নয়, উত্তর ভারতের প্রতিটি রাজ্যে এমনকী দক্ষিণ ভারতেও নবরাত্রি পূজো জগত বিখ্যাত। সুদূর আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং জার্মানিতে গেলেও নবরাত্রির পূজার সাক্ষাৎ মিলবে) ১ চৈত্র মাসের নবরাত্রির অন্তর্গত অষ্টম দিন শুক্লা নবমীর মুগশিরা নক্ষত্রযুক্ত ব্রহ্মমুহুর্তে সদা শিবপত্নী শিবা, পার্বতীরসেপ মেনকারণ গর্ভে লীলাবশত মনুষ্য চর্ম ধারণ করে জন্ম নেন। তাই এই পবিত্র তিথির উক্ত দিনটিকে সনাতন ধর্মের বিশ্ব মাতৃ দিবস হিসেবে পালন করা হয়। আবার এটি ‘দেবী জয়ন্তী’ নামেও বিখ্যাত। এই দিনেই ভগবান রামচন্দ্রের জন্ম হয়, যা ‘রামানবমী’ নামে পরিচিত। সিদ্ধি প্রদান করেন যিনি তিনিই সিদ্ধিদাত্রী। সিদ্ধি হল আধ্যাত্মিক ক্ষমতা যা একজন ব্যক্তিকে জীবনের সাধারণ জিনিসের চেয়ে আরও বেশি করে সফল হতে সহায়তা করে। কাশী স্থিত টাউন হলের উত্তর দিকে গোলঘরে যে বেনারসি শাড়ির পাইকারি বাজার, তার বিপরীতে উত্তর দিকে সিদ্ধিমাটা গলি। এই গলিতেই দেবী সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির অবস্থিত। দেবীর মন্দির বাইরের মতো দেখতে একটি সাধারণ দোতলা বাড়ির মতো, ঠিকানা ডি ৬০/২৯ সিদ্ধিমাটা গলি। দেবীর প্রতিমা বাড়ীর দোতলার পূর্বদিকে স্থাপিত। দেবীর ভক্তরা প্রায় সকলেই নবমীতে এই মন্দিরে দর্শন করে থাকেন। নবদুর্গার নবম তথা শেষ রূপ হল সিদ্ধিদাত্রী। সিংহবাহিনী দেবীর চার হাতে আশীর্বাদী মুদ্রা। তিনি সিদ্ধি দান করেন। অর্থাৎ তার উপাসনায় সংসারে আসে সুখ এবং সমৃদ্ধি। সবাইকে বরাভয় দেন এই মাতৃকামূর্তি। দেবী ভগবত পুরাণে আছে, স্বয়ং মহাদেব দেবী পার্বতী কে সিদ্ধিদাত্রী রূপে পূজা করেছিলেন। এবং তার ফলে মহাদেব সর্বল সিদ্ধি লাভ করেন। সিদ্ধিদাত্রীর আশীর্বাদেই সর্ব সিদ্ধি লাভ করেন মহাদেব। নবরাত্রিতে দেবী পার্বতীর দুর্গাপূজায় যোগসাধনার যোগ পদ্ধতি অত্যন্ত উচ্চ মার্গের সাধনক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত। যথা

এই নবরাত্রির প্রথম দিনের পূজোয় যোগীগণ তাদের মনকে ‘মুলাধার’ চক্রে স্থিত করেন। যা মানুষের শরীরের অভ্যন্তরেই প্রতিষ্ঠিত ‘কুক্কুলিনী’ রূপে , যিনি স্বয়ং মহাশক্তি, দেবী ও ঐশী শক্তি, মহামায়া, মহাদুর্গা। নবদুর্গা রূপের প্রথম দিনের রূপটি হল ‘ শৈলকন্যা’, দ্বিতীয়ায় দ্বিতীয় রূপটি হল ‘ব্রহ্মচারিনী’। বেদ-এ এর উল্লেখ আছে। এদিন যোগী সাধক তার মনকে ‘স্বাধিষ্ঠান’ চক্রে স্থিত করেন যোগসাধনার মাধ্যমে। নবরাত্রি আরামধার তৃতীয় দিনে মা দুর্গার তৃতীয় শক্তির নাম ‘চন্দ্রঘর্টা’, উপাসনায় যোগী তার মনকে ‘মণিপু্র’ চক্রে প্রতিষ্ঠ করান। মা দুর্গার চতুর্থ রূপের নাম হল ‘কৃষাণ্ডা’, এই চতুর্থী তিথিতে সাধকের মন ‘অনাহত’ চক্রে অবস্থান করে। মহাপঞ্চমীতে দেবী দুর্গা ‘ক্ষুদ্রমাতা’ রূপে পূজিতা হন। এই দিনে সাধক তার মনকে ‘বিষুদ্ধ’ চক্রে স্থাপন করেন। দেবী দুর্গাকে প্রথম আরামনা করেন মহর্ষি কাত্যায়ন , কন্যারূপে। তাই দেবী দুর্গা মহাযজ্ঞীতে ‘কাত্যায়নী’ রূপে পূজিতা হন। শ্রীকৃষ্ণ-সহ সমস্ত গোপ ও গোপী দেবী কাত্যায়নীর পূজা করেন, এর উল্লেখ মহাভারতে পাওয়া যায়। দেবী কাত্যায়নীর আরামধার সাধক ‘অজ্ঞা’ চক্রের তার মনের উত্তরণ ঘটান। দুর্গাপূজার সপ্তম দিনে মহাসমুদীতে দেবী দুর্গাকে ‘কালরাত্রি’ রূপে পূজা করার বিধান। সে দিন সাধকের মন ‘সংহার’ চক্রে অবস্থান করে। মহাষ্টমীতে দেবী দুর্গার রূপ হয় ‘মহাগৌরী’, সন্ত তুলসীদাস এই দেবীর উপাসনা করতেন। এই দিন সাধকের সাধনা ‘সন্ধিচক্র’-এ অধিষ্ঠিত হয়। নবদুর্গার শেষ রূপটি হল ‘সিদ্ধিদাত্রী’। ‘মার্কণ্ডেয় পুরাণে’-এ ‘সিদ্ধিদাত্রী’ অষ্টভুজা, ব্রহ্মবেবত পুরাণের শ্রীকৃষ্ণজন্ম খণ্ডে ‘সিদ্ধিদাত্রী’ অষ্টাদশভুজা। ‘সিদ্ধিদাত্রী’ চতুর্ভুজা রূপেও দেখা যায়। সেখানে তিনি শিবের আরাধ্য। এই হল নবদুর্গার চর্চিত কাহিনি। শ্রীদুর্গা বৈদিক রূপ নন। কোনও বেদেই তাঁর নামোল্লেখ পাওয়া যায় না। শুধু নারায়ণ উদ্ভবিনাৎ এবং শুক্লযজুঃ সংহিতায় দেবী অর্ধে দুর্গি শব্দ পাওয়া যায়। আর পাওয়া যায় অম্বিকা, সেও অবশ্য দুর্গাবাচক শব্দ। পৃথিবীতে দুর্গাপূজার শুরু



হয় সুরথ রাজার সময়ে, এক বসন্তে। বিদর্ভ রাজার নৃপতি ছিলেন শ্বেত রাজ। শ্বেত রাজা তাঁর কনিক্ত ভ্রাতা সুরথকে রাজ্য দান করে রাজ্য শাসনের ভার দিয়ে বনে চলে যান। সেই সুরথ প্রথম পৃথিবীতে দুর্গাপূজা করেন বলে মনে করা হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে সিদ্ধিদাত্রীর মন্দির রয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্থান হল বারাগন্দী। কাশী বিশ্বনাথ গলিও দ্বিত্তিশগড়ের দেবপাহাড়ি, মধ্যপ্রদেশের সাতনা ও সগরের সিদ্ধিদাত্রী মন্দির। শরৎ ও বসন্তের নবরাত্রির নবম দিনে এইসব মন্দিরে ব্যাপক সংখ্যায় ভিড় করেন ভক্তরা। মা দুর্গার নয়টি নবদুর্গার রূপ সংক্ষেপে বর্ণিত হল। এই রূপ তাঁর লীলার প্রকাশমাত্র। প্রকৃতপক্ষে তাঁর কোনো রূপ নেই। তিনি অমূর্তরূপা, তিনি ওঙ্কারধ্বনির মাত্রারূপে অবস্থিত। তিনি - নিগূণা, তিনিই আবার গুণা। তিনি পরিণামহীন। শ্রেষ্ঠাশক্তি। - তিনি অ ঘটন-ঘটন-পটীয়সী ব্রহ্মায়িকা শক্তি। এই মহাশক্তির - দ্বারা ঈশ্বর সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন। জীবের বন্ধন ও মুক্তিও - সেই মহামায়া দুর্গার হাতে। তিনিই উপাসকের জন্য রূপ ধারণ করে দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, লক্ষ্মী, সরস্বতী নামে অভিহিতা হন। যে যে ভাবে তাকে স্মরণ করে, তিনি সেইভাবেই প্রকাশিতা হন। ভক্ত তাই গেয়ে ওঠেন-জেনেছি জেনেছি তারা, ভূমি জানো ভোজের বাজি/যে তোমায় যেভাবে ডাকে, তাতেই তুমি হও মা রাজি। দেবীভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে ব্যাসদেব রাজা জনমেজয়কে মহামায়ার স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে বলেছেন যথা নটো রঙ্গগতো নানারূপেণ ভবতাসৌ।

বাংলার লুপ্ত

পেশা

বিশেষ প্রতিবেদক

বিশেষ প্রতিবেদক

বিলুপ্ত প্রায় বিলুপ্ত কিছু আদি পেশা সারপোষ কারিগর ও বিশেষ প্রক্রিয়াজ্ঞা পান, তামাক ও ছক্কা তৈরি হতো। ছক্কা অনেকের ঘরেই থাকতো, থাকতো পানের দোকানেও। বড়লোকেরা ব্যবহার করতেন স্ফটিক বা বিদুরী ছক্কা, আর গরিবেরা তামা থেকে শুরু করে মাটির ছক্কা। চিলিমের আঙুন ঢাকবার ধাতব পদার্থের তৈরি নকশা করা ছিদ্র বিশিষ্ট ঢাকনাকে বলা হতো সারপোষ। তিন রকমের সারপোষ ছিল। যেমন- তন্দুরি, ডিমের আকার এবং কাবায়া। কাবায়া এর একটি বিশেষ গুণ ছিল। তাওয়ার উপর রাখলে তার রং পরিবর্তিত হতো। উনিশ শতকের শেষের দিকে মাত্র একজন কারিগর অবশিষ্ট ছিলেন নামে কোনো হয়েছিল বলেই দস্তা ‘রাসের বদলে রূপায়’ পরিণত হয়েছে। তাই সেই সমস্ত রূপেও বৈষ্ণবচরণ গৌরী সেনকে দান করেন আর সেই মূলধনেই গৌরী সেন আরম্ভ করেন নিজের স্বতন্ত্র ব্যবসা। নিজে উপকৃত হয়েছিলেন বলেই হয়তো তার প্রতিদানে সারা জীবন অপরের উপকার করার মর্মেই আনন্দ খুঁজে পেয়েছিলেন গৌরী। ঋণগ্রস্ত অসহায় ব্যক্তি থেকে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা কিংবা দেনা শোধ করতে না পারা সন্যাসসহায় ব্যক্তি - সকলেরই আশা ভরসার স্থল ছিলেন গৌরী সেন। সকলের জন্য অব্যবাহত ছিল তাঁর দ্বার। মনে ছিল না কোন কার্পণ্য। দেনা দেখানো এগুলোতে তারা অভ্যস্ত। কিন্তু তারা বিশেষ একটি পেশা ছেছে নেয়। ফারসি শাহানা থেকে এসেছে শানদার শব্দটি। এর অর্থ চিরগণি। নলখাণ্ডার নবম কাঠ দিয়ে চিরগণির মতো ছোট একটি যন্ত্র তৈরি করতে তারা। বলতো হানা, উচ্চ বগীয়া শাহানা। এর ভিতর দিয়ে সুতা চালালে হতো যে কারণে তিতি ও জেলেদের কাছে এ যন্ত্রের খুব চাহিদা ছিল। শাহানা থেকেই শানদার শব্দের উৎপত্তি। শানদারদের মতো এত ভালো শাহানা বা হানা কেউ তৈরি করতে পারত না।

ভারত

চায় শান্তি

ভারত সরকার ফ্রান্স থেকে রাফাল নিয়ে এসে উপস্থিত হল। এই রাফাল কিন্তু চিনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে না। চিন রাফালের চেয়ে আরও উন্নত মানের যুদ্ধ বিমান তৈরি করে ফেলেছে সেটা ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রক জানে। চিন যে প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে ভারতের চেয়ে বেশ কয়েকগুণ এগিয়ে গিয়েছে সেটা ভারত সরকার জানে বলেই এখন সারসরি ভারত কোনও রকমভাবে চিন বিরোধী পরাক্ষ ভূমিকা অবতীর্ণ হবে না। চিনকে যতটা সম্ভব হাতে রেখে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই করাটাই হচ্ছে ভারতের আসল কৌশল। সেটা করতে গোপনে এখন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আগামি দিনে কীভাবে রণসজ্জা প্রস্তুত করা যেতে পারে তা নিয়ে চলছে ব্যাপক আলোচনা। কাশ্মীরটা পুরোপুরি ভারতের অধিকারে থাকবে যা কাশ্মীরের রাজা হরি সিং ইচ্ছা প্রকাশ করে গিয়েছিলেন। কাশ্মীরে ভারতের অধিকারকে খর্ব করে দেওয়ার জন্য স্বাধীনতা পাওয়ার সময়ে হঠাৎ করে পাকিস্তানের সেনারা কাশ্মীর আক্রমণ করে বসে কাশ্মীরের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো অধিকার করে নিয়ে।এতকাল ধরে কাশ্মীরের নীতি নিয়ে সুর নরম করে চলছিল কেন্দ্রীয় সরকার। এবারে আর সেটা হবে না। কাশ্মীর নিয়ে সুর চড়া করতে শুরু করে দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। তিনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংকে বারবার কাশ্মীরে পাঠাচ্ছেন এবং লাদাখ পাঠাচ্ছেন তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে সেখানকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে। এমনকী জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালাও কাশ্মীরে বেশ কয়েক মাস ধরে অতিবাহিত করেন। সেখানকার নাগরিকদের সঙ্গে ভারত আগামি দিনে কাশ্মীর নিয়ে কী কৌশল অবলম্বন করতে চায় তার একটি আংশিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কাশ্মীর এবং লাদাখের মানুষদের স্বাধীন সত্ত্বা দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সেখানকার বিচ্ছিন্নতাবাদীরা এখন আর কোনও রকমভাবে ভারত বিরোধী ব্যাপক আন্দোলন করতে পারছে না। কাশ্মীরের ভূখণ্ডে পাকিস্তানের পতাকা উড়তে দেখা যায় না। আগে প্রায় রাস্তায় পাকিস্তানের পতাকা উড়তে দেখা যেত এবং ভারত ভক্ত কাশ্মীরীরা প্রায় সময়ে জঙ্গিদের দ্বারা আক্রান্ত হতো। সেই সব দিন এখন প্রায় অতীত হয়ে গিয়েছে।

নবদ্বীপের বৈষ্ণবী আখড়ায় রামনবমী পালিত হয়ে থাকে

লোকেশ্বর মহারাজ এই মুদ্রা খুব ভালো বাসতেন।এই মন্দিরে তিনি আসতেন। পরে আরও গভীরে গিয়ে গোড়ীয় বৈষ্ণব নৃত্য নিয়ে মছয়া মুখোপাধ্যায় এর লেখা বই থেকে এই মুদ্রা বিষয়ে জানি আপনারাও একটু দেখবেন।আসলে বাংলায় রামচন্দ্র এর বিগ্রহ চৈতন্যদেব আর বৈষ্ণব প্রভাবে তৈরি। বিগ্রহের বিষয়ে এইখানে বলব তাঁর প্রথমটি কালনা রাজবাড়ি চত্বরে। এইখানে বিস্তৃত রাম পরিবার রামেশ্বরের নাম আমি জানি না। কেউ জানলে বলে দেবেন। দ্বিতীয়টি কাটোয়ায়। এটি (wapan Thakur) দাদার কাহাে সবচেয়ে আগে শুনি। আমারটা পেলাম না।যাইহোক এইখানে রামচন্দ্র ললিতাসনে বসে আছেন। দৃশ্যমান বাম হাতের মুদ্রাটিও গৌর নিতাই বিগ্রহে দেখা যায়।এটিও ধ্যান মুদ্রা প্রত্যেকটি বিগ্রহ লক্ষ্য করুন। সবচেয়ে আকর্ষণীয় হলো শঙ্করের টুপি।এটি মারাঠাদের অনুকরণ। আপনারা জানেন এই মন্দিরের অনতিদূরেই ভাস্কর্য পণ্ডিত অবস্থান করেছিলেন কিছুদিন সৈন্যবাহিনী সহ।এটা তার প্রমাণ। যে সময়ে এই মন্দির তার কিছুকাল আগেই এই বর্ণীদের আওতাচারে দখলছিল বঙ্গবাসী। তৃতীয়বিগ্রহ মসলদুপুরের রামমন্দিরের।যে টি আসলে সাতস্কীয়ার কাড়াগাছির চৌধুরীসের। সম্প্পূর্ণ বৈষ্ণব বিগ্রহের প্রভাব এই বিগ্রহে। শ্রীচৈতন্যদেবের বাংলার সংস্কৃতিতে অবদানের যে অসামান্য ভূমিকা আছে তার একটি হল এই দারুবিগ্রহ। পাল সেন যুগের শাস্ত্রীয় আদলে নির্মিত বিগ্রহের ধারনা থেকে বাংলার শিল্পীরা নিজের মতো করেই বিগ্রহ নির্মাণ শুরু করেন। চৈতন্যদেবের আগমনে তা সবেমাত্র তাইলে আরও অনেক কিছু জানতে পারতাম। ভারতের রাম একটি জাতীয় চরিত্র হিসাবে পরিচিত লাভ করেছে। সেই কারণেই সমাজগোষ্ঠাভে প্রবাহিত হয়ে চলছে যা আজও ভারতীয় সংস্কৃতিতে জগতে বহমান

টলি-বলি

গানটির দৃশ্যায়নে শুধু বিদ্যা বালান নন, সঙ্গে নাচতে দেখা মিলবে মাধুরী দীক্ষিতের

বলিউডের জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি ‘ভুল ভুলাইয়া’র প্রথম সিনেমায় মঞ্জুলিকা চরিত্রে দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন বিদ্যা বালান। সিনেমাটিতে ‘আমি যে তোমার’ গানের সঙ্গে অভিনেত্রীর নাচ সবার নজর কেড়েছিল। ফ্র্যাঞ্চাইজির দ্বিতীয় সিনেমায় বিদ্যাকে না দেখা গেলেও ১৭ বছর পর তৃতীয় সিনেমা ‘ভুল ভুলাইয়া ৩’-এ ফিরছেন বিদ্যা। আর সিনেমাটি নতুন করে উপস্থাপন করা হবে গানটি। তবে গানটির দৃশ্যায়নে শুধু বিদ্যা বালান নন, সঙ্গে দেখা মিলবে মাধুরী দীক্ষিতের। এমন খবরই দিয়েছে পিক্সিভিলা।

পিক্সিভিলা জানিয়েছে, আগামী মে মাসেই গানটির দৃশ্যধারণ শুরু হবে। গানটিতে বিদ্যা বালান, মাধুরী দীক্ষিতের সঙ্গে কার্তিক আরিয়ানকেও দেখা যাবে। মাধুরী ও বিদ্যার যুগলবন্দীতে দর্শকদের চমক দেওয়ার আশায় এ পরিকল্পনা করেছেন নির্মাতা অনীশ বাজমি

এবং প্রযোজক ভূষণ কুমার।‘ভুল ভুলাইয়া’ সিনেমার কথা উঠলে মঞ্জুলিকা ওরফে বিদ্যা বালানের সেই ভয়ংকর রূপের কথা আসবেই। অভিনেত্রীর দুর্দান্ত অভিনয়ই ছিল পরিচালক প্রিয়দর্শনের ‘ভুল ভুলাইয়া’ ছবির তুরুপের তাস। এমনকি কার্তিক আরিয়ান ও কিয়ারা আদভানির ‘ভুল ভুলাইয়া ২’ ছবিতেও এসেছিল মঞ্জুলিকার গল্প। সেখানে অভিনয় করেছিলেন টাবু।

তবে ‘ভুল ভুলাইয়া ৩’ ছবিতে আবারও বিদ্যা বালানের চরিত্রকে ফিরিয়ে আনছেন পরিচালক। বিদ্যা বালানের যুক্ত হওয়ার খবর দেখে রুহ বাবা কার্তিক আরিয়ান নিজেই। এর আগে ‘ভুল ভুলাইয়া’

সিনেমায় মনোবিদের ভূমিকায় দেখা যায় অক্ষয়কে। বন্ধু সাইনি আত্মজার স্ত্রী বিদ্যা বালানের ‘ভুতুড়ে’ রোগ সারাতে অটালিকায় হাজির হয়েছিলেন তিনি। অক্ষয়-বিদ্যার দুর্দান্ত অভিনয় আর গোছানো গল্পই মন কেড়েছিল দর্শকদের।সেই ধারাবাহিকতা এর দ্বিতীয় কিস্তিও বন্ধ অফিসে জমেছিল। তাই তো স্বাভাবিকভাবেই এর তৃতীয় কিস্তি নিয়েও উত্তেজনার পারদ চড়তে শুরু করেছে। আগামী দিওয়ালিতে সিনেমাটি প্রেক্ষাগৃহে আনার পরিকল্পনা করছে নির্মাতারা। ইতিমধ্যেই সিনেমাটির শুটিংয়ে কলকাতার রাস্তায় দেখা গেছে কার্তিক আরিয়ানকে।

‘মি. অক্ষয় কুমারকে তেলেগু ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে স্বাগত’



কয়েক দিন ধরেই বলিউডে গুঞ্জন যে তেলেগু ছবির জগতে পা রাখছেন অক্ষয়। মঙ্গলবার এই গুঞ্জে সিলমোহর দিলেন নির্মাতারা। দক্ষিণের অভিনেতা ও সিনেমাটির অন্যতম প্রযোজক বিষ্ণু মাধ্ব এক্সে একটি ভিডিও প্রকাশ করে ‘কন্নঙ্গা’ সিনেমায় অক্ষয়ের

আত্মপ্রকাশের ঘোষণা নিয়ে আমরাও রোমাঞ্চিত। একটি অবিস্মরণীয় অভিনায়ের জন্য প্রস্তুত হন সবাই।’এর আগে ভারতের একাধিক আঞ্চলিক ভাষার সিনেমায় অভিনয় করেছেন অক্ষয় কুমার। ২০১৩ সালে পাঞ্জাবি সিনেমা ‘ভাজি ইন প্রবলেম’-এ ক্যামিও চরিত্রে দেখা গেছে অক্ষয়কে। ২০১৮ সালে রজনীকান্ত ও ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চনের সঙ্গে ‘টু পয়েন্ট ওজিরো’ নামের তামিল সিনেমায় খল চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন অক্ষয়। এবার প্রথমবারের মতো তাঁকে দেখা যাবে তেলেগু সিনেমায়।

সিনেমাটি পরিচালনা করবেন মুকেশ কুমার সিং। সিনেমাটিতে শিবভক্ত ‘কন্নঙ্গা’ চরিত্রে অভিনয় করবেন অভিনেতা বিষ্ণু মাধ্ব। এ ছাড়া আরও দেখা যাবে প্রভাস ও মোহনলালের মতো তারকাকে। সিনেমাটি তেলেগু, তামিল, মালয়ালম, কন্নড়, হিন্দি ও ইংরেজি ভাষায় মুক্তি পাবে।

পেট্রোল-ডিজেলের দাম স্থিতিশীল, অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৯০ ডলারের কাছাকাছি

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম প্রায় ৯০ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৮৫ ডলার। সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস

বিপণন সংস্থাগুলি বুধবার পেট্রোল এবং ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, সিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা, মুম্বাইতে পেট্রোল ১০৪.২১

টাকা, ডিজেল ৯২.১৫ টাকা, কলকাতায় ১০৬.৯৪ টাকা, ডিজেল ৯০.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা ডিজেল ৯২.৩৪ প্রতি লিটারে পাওয়া যায়। আন্তর্জাতিক বাজারে, এই সপ্তাহের তৃতীয় দিনের শুরুতে ব্র্যান্ডেড ক্রুড

০.৫৪ ডলার বা০.৬৮ শতাংশ হ্রাসের সাথে ব্যারেল প্রতি ৮৯.৪৮ ডলারে রয়েছে। একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুডও ব্যারেল প্রতি ০.৫৯ বা ০.৬৯ শতাংশ কমে ৮৪.৭৭ এ লেনদেন করছে ।

দুই জোড়া সামার স্পেশাল ট্রেন চালাবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কয়েকটি ট্রেনের জন্য দুই মিনিটের অতিরিক্ত স্টপেজ প্রদান

মালিগাঁও, ১৭ এপ্রিল: গরমের ভিড়ের সময় যাত্রীদের সুবিধার জন্য দুই জোড়া সামার স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। একটি ট্রেন গুয়াহাটি ও এসএমভিটি বাঙ্গালুরুর মধ্যে এবং আরেকটি ত্রিপুরার আগরতলা থেকে মহারাষ্ট্রের মুম্বাইয়ের ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ টার্মিনাস পর্যন্ত। দুটি ট্রেনই উভয় দিক থেকে এগারোটি করে ট্রিপের জন্য চালাল করবে। এই রুটগুলিতে চলাচল করা অন্যান্য ট্রেনের ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীরা গরমের সময় স্বাচ্ছন্দ্যে ভ্রমণের জন্য এই স্পেশাল ট্রেনগুলির সুযোগ গ্রহণ করতে পারবেন। স্পেশাল ট্রেন নং. ০৬৫২১ (এসএমভিটি বাঙ্গালুরু-গুয়াহাটি) ১৬ এপ্রিল থেকে ২৫ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক মঙ্গলবার রাত ১১ঃ৪০ টায় এসএমভিটি বাঙ্গালুরু থেকে রওনা দিয়ে শুক্রবার সকাল ০৪ঃ৫০ টায় গুয়াহাটি পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় স্পেশাল ট্রেন নং. ০৬৫২২ (গুয়াহাটি-এসএমভিটি বাঙ্গালুরু) ২১ এপ্রিল থেকে ২৯ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক রবিবার বিকেল ০৬ঃ১০ টায় আগরতলা থেকে রওনা দিয়ে বুধবার ভোর ০৬ঃ৫০ টায় ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ টার্মিনাস পৌঁছবে।এই স্পেশাল ট্রেনটিতে দুটি এসি ৩-টিয়ার এবং আটগোটি স্লিপার ক্লাস কোচ থাকবে। উভয় পথে যাত্রার সময় এই স্পেশাল ট্রেনটি বলপুর, গুয়াহাটি, রঙিয়া, নিউ জলপাইগুড়ি, কাটিহার, পটিলিপুত্র, সাতনা, জবলপুর, খান্ডোয়া জং., ভূসবলজং., ইগাতপুরি, কল্যাণ জং., দাদর ইত্যাদি পুরি হয়ে চলাচল করবে। আরেকটি স্পেশাল ট্রেন নং. ০১০৬৫ (ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ টার্মিনাস-আগরতলা) ১৮ এপ্রিল থেকে ২৭ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক বৃহস্পতিবার সকাল ১১ঃ ০৫ টায় ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ



টার্মিনাস থেকে রওনা দিয়ে রবিবার রাত ০১ঃ১০ টায় আগরতলা পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় স্পেশাল ট্রেন নং. ০১০৬৬ (আগরতলা-ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ টার্মিনাস) ২১ এপ্রিল থেকে ৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক রবিবার বিকেল ০৬ঃ১০ টায় আগরতলা থেকে রওনা দিয়ে বুধবার ভোর ০৬ঃ৫০ টায় ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ টার্মিনাস পৌঁছবে।এই স্পেশাল ট্রেনটিতে দুটি এসি ৩-টিয়ার এবং আটগোটি স্লিপার ক্লাস কোচ থাকবে। উভয় পথে যাত্রার সময় এই স্পেশাল ট্রেনটি বলপুর, গুয়াহাটি, রঙিয়া, নিউ জলপাইগুড়ি, কাটিহার, পটিলিপুত্র, সাতনা, জবলপুর, খান্ডোয়া জং., ভূসবলজং., ইগাতপুরি, কল্যাণ জং., দাদর ইত্যাদি পুরি হয়ে চলাচল করবে। এছাড়াও, রেল যাত্রীদের সুবিধা প্রদানের পদক্ষেপ হিসেবে ১৭ এপ্রিল, ২০২৪ থেকে যাত্রা আরম্ভ করা ট্রেন নং. ১২৪২৩১২৪২৪ (ডিব্রুগড়-নিউ দিল্লি-ডিব্রুগড়) রাজধানী এক্সপ্রেসের রঙিয়া

স্টেশনে এবং ট্রেন নং. ১৫৬৬৫১৫৬৬৬ (গুয়াহাটি-মরিয়নি জং.-গুয়াহাটি) বিজি এক্সপ্রেসের বোকাঝন স্টেশনে দুই মিনিটের অতিরিক্ত স্টপেজ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, ১৮ এপ্রিল, ২০২৪ থেকে যাত্রা আরম্ভ করা ট্রেন নং. ১৩১৭৩১৩১৭৪ (শিয়ালদহ-আগরতলা-শিয়ালদহ) রাজধানী এক্সপ্রেসের রঙিয়া স্টেশনে দুই মিনিটের অতিরিক্ত স্টপেজ প্রদান করা হবে। ট্রেন নং.১২৪২৩ (ডিব্রুগড়-নিউ দিল্লি) রাজধানী এক্সপ্রেসের রঙিয়া স্টেশনে পৌঁছবে সকাল ০৭ঃ৪৫ টায় এবং রওনা দিবে সকাল ০৭ঃ৪৭ টায়। ফেরত যাত্রার সময় ১২৪২৪ (নিউ দিল্লি-ডিব্রুগড়) রাজধানী এক্সপ্রেস রঙিয়া স্টেশনে পৌঁছবে সন্ধ্যা ০৮ঃ০৭ টায়। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেন নং.১৫৬৬৬ (মরিয়নি জং.-

গুয়াহাটি) বিজি এক্সপ্রেস বোকাঝন স্টেশনে পৌঁছবে সকাল ০৯ঃ১৯ টায় এবং রওনা দিবে সকাল ০৯ঃ ২১ টায়। ট্রেন নং. ১৩১৭৩ (শিয়ালদহ-আগরতলা-শিয়ালদহ) রাজধানী এক্সপ্রেসের রঙিয়া স্টেশনে পৌঁছবে দুপুর ১২ঃ০৩ টায় এবং রওনা দিবে দুপুর ১২ঃ০৫ টায়। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেন নং. ১৩১৭৪ (আগরতলা-শিয়ালদহ) রাজধানী এক্সপ্রেসের রঙিয়া স্টেশনে পৌঁছবে দুপুর ০১ঃ২৭ টায়।

ট্রেনগুলির এই নতুন স্টপেজ অঞ্চলগুলির রেল যাত্রীদের ভ্রমণের জন্য অন্য এক বিকল্প প্রদান করবে। এই স্পেশাল ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইট ও এনটিইএস-এর মাধ্যমে পাওয়া যাবে এবং উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অফিসিউত করা হয়েছে। যাত্রীদের কথার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য ১৫.৬৬৬ (মরিয়নি জং.-

একনাথ খাডসেকে হত্যার হুমকি দাউদ-হোটা শাকিল গ্যাংয়ের

মুম্বই, ১৭ এপ্রিল : রাষ্ট্রবাদী কংগ্রেস পার্টি (এসপি)-র নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী একনাথ খাডসেকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছে দাউদ-হোটা শাকিলের দল । জলগাঁও জেলার মুক্তাই নগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন খাডসে। বুধবার একনাথ খাডসে সাংবাদিকদের একথা জানিয়েছেন। পুলিশ জানায়, ১৫ ও ১৬ এপ্রিল নেতাকে চারটি আলাদা আলাদা মোবাইল ফোন থেকে কল করে হুমকি দেওয়া হয়। এরমধ্যে কয়েকটি আমেরিকা থেকে এবং কিছু উত্তর প্রদেশের নম্বর থেকে ফোন আসে। নম্বরগুলি যাচাই করে দেখছে পুলিশ।

বুধবার একনাথ খাডসে সাংবাদিকদের বলেন যে প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন যে কেউ ইচ্ছে করে এই ফোন করছে, কিন্তু যখন ফোনাটি অন্য একটি দেশের নম্বর থেকে আসে তখন তিনি পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। খাডসে জানিয়েছেন, তিনি এখনও মহারাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে এই হুমকির বিষয়ে কোনও অভিযোগ করেননি।

মুখোমুখি দুটি রামনবমীর মিছিল

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৭ এপ্রিল: বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ডাঃ শর্মিলা সরকারকে নিয়ে মেমারি শহরে একটি মিছিল করা হয় বুধবার। একই সময়ে শহরে দুইটি রামনবমীর মিছিল বের হয়। বিপরীতমুখি দুই মিছিল সামান্যদূরত্বে এসে যাওয়ার সংঘাতের সম্ভাবনা দেখা দেয়। পূর্ব বর্ধমান সদর দক্ষিণ মহকুমা পুলিশ অফিসার অভিযোগ মতল ও মেমারি থানার এসি সেনাশ্রী নাগের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী দক্ষতার সাথে পরিস্থিতি সামাল দেয়। মেমারি বাজার রেলওয়ে রামনবমীর মিছিলটি অন্য পথে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে বিফল হয় পুলিশ। তারপর পুরাতন বাসস্ট্যান্ডের কাছে তৃণমূলের মিছিল রুখে রামনবমীর মিছিলটিকে পুরাতন বাসস্ট্যান্ডে চুকিয়ে ব্যারিকেড করে তৃণমূলের মিছিলটি পাশ করিয়ে দিয়ে রামনবমীর মিছিলটিকে ছাড়া হয়। তারপর দ্বিতীয় মিছিলটি কৃষ্ণবাজার হুমুান মন্দির থেকে শুরু করে বের হওয়ার পর পিছনে এসে যায়।

পুলিশের হাতে গ্রেফতার রিকশা চালক

গুয়াহাটি, ১৭ এপ্রিল: গুয়াহাটি পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছে নাবালিকা অপহরণের চেষ্টাকারী এক ই-রিকশা চালক। ধৃত ই-রিকশা চালককে দিপু রাভা বলে পরিচয় উদ্ধার করেছে মহানগর পুলিশ।আজ বুধবার গুয়াহাটিতে জনৈক নাবালিকাকে অপহরণের চেষ্টা করেছিল ই-রিকশা চালককে দিপু রাভা। কিন্তু সতর্ক মহানগর পুলিশের সমন্বিতিত হস্তক্ষেপে নাবালিকা অপহরণে অভিযুক্ত ধরা পড়েছে।পুলিশ জানিয়েছে, একটি নাবালিকা চাদমারিতে বিহু নৃত্য উদযাপনে যোগ দিতে বামুনিমেদাম এলাকার জ্যোতিনগর থেকে একটি ই-রিকশায় চড়ে। কিন্তু মেয়েটিকে চাদমারিতে নামানোর পরিবর্তে অভিযুক্ত ই-রিকশা চালক রুট পরিবর্তন করে গুয়াহাটির গীতানগরের দিকে যেতে থাকে। বামুনিমেদামের রাস্তা ছেড়ে অন্য পথে যাচ্ছে কেন, মেয়েটির জিজ্ঞাসায় টু-শব্দ করেনি ই-রিকশা চালক। বিপদের আশংকা করে মেয়েটি চিৎকার করে ই-রিকশা থেকে লাফিয়ে পড়ে স্থানীয়দের ঘটনাটি জানায়। ঘটনাটি গীতানগর থানার কাছাকাছি একলায় ঘটেছিল। সেখানে ডিউটি দিচ্ছিলেন পুলিশকর্মীরা। খবর পেয়ে তারা তৎক্ষণাৎ পিছু ধাওয়া করে অভিযুক্ত ই-রিকশা চালককে পাকড়াও করে নাবালিকাটির নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন।

Name Change
I, Anupa Kumari (Old name) by faith Hindu, Aadhaar number 854৮ 1928 8123, D/O Ramesh Ravadas (father) and Chhabhi Devi (Mother), Residing at 118, Tiljala Shitala Lane, P.S.-Karaya, Kolkata-700039, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Mantasha Khatoun (New name) by faith Muslim vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class, Alipore on 15/04/2024. Mantasha Khatoun (New name) and Anupa Kumari (Old name) both are same identical person.

Name Change
I DIPENTY NIKHIL PAREKH, W/O NIKHIL PAREKH, R/O 3A, UPPER WOOD STREET, SHAKPSPEAR SARANI, CIRCUS AVENUE, KOLKATA-700017, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DIPENTY PAREKH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/04/2024. THAT DIPENTY NIKHIL PAREKH AND DIPENTY PAREKH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MOHAMMED TAYEBBHAI ZARIF, SON OF LATE TAYEB MOHAMMED ZARIF, RESIDING AT KHALUBILI MATH FIRST LANE, MUKTAMANCHA, BARDHAMAN-713101, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOHAMMED TAYEB ZARIF VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/04/2024. THAT MOHAMMED TAYEBBHAI ZARIF AND MOHAMMED TAYEB ZARIF BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, (Old Name) SUBAL KARMAKAR S/O- LATE DHANANJOY KARMAKAR, Residing at Vill- Buraburi Talja, Post- Malda, Ps - Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732101, West Bengal. Do hereby declare that I have Changed my name from SUBAL KARMAKAR (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SUBAL CHANDRA KARMAKAR (New name) in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 20/03/2024. SUBAL CHANDRA KARMAKAR and SUBAL KARMAKAR both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) MD MANNAN ALI S/O- LATE ABDUL GAFUR SK, Residing at Vill- Mahakal bona, Post- Mahakal bona, Ps - Gargole, Dist- Malda, Pin- 732102, West Bengal. Do hereby declare that I have Changed my name from MD MANNAN ALI TO ABDUL MANNAN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ABDUL MANNAN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 20/03/2024. ABDUL MANNAN and MD MANNAN ALI both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) JAIFOT SK S/O- MAHASIN SK, Residing at Vill- Gurudaspur, Post- Beunchitala, Ps - Daulatabad, Dist- Murshidabad, Pin- 742302, West Bengal. Do hereby declare that I have Changed my name from JAIFOT SK TO JAIFAT SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) JAIFAT SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 20/03/2024. JAIFAT SK and JAIFOT SK both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) JAMAL MONDAL S/O- ABDULLATIF MONDAL, Residing at Vill- Dubli, Post- Gangsara, Ps - Dhantala, Dist- Nadia, Pin- 741233, West Bengal. Do hereby declare that I have Changed my name from JAMAL MONDAL TO JAMAT MONDAL (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) JAMAT MONDAL in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 20/03/2024. JAMAT MONDAL and JAMAL MONDAL both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) MD SAUMIDDIN MANDAL S/O- RASIK MONDAL, Residing at Vill- Domkal, Post- Mahabub Nagar, Ps - Domkal, Dist- Murshidabad, Pin- 742303, West Bengal. Do hereby declare that I have Changed my name from JAMAL MONDAL TO SAUMIDDIN MONDAL (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SAUMIDDIN MONDAL in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 20/03/2024. SAUMIDDIN MONDAL and MD SAUMIDDIN MANDAL both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) SIBRA MANDAL W/o- MANNAN MANDAL, Residing at Vill- Bilyaspur, Post- Bilyaspur, Ps - Taherpur, Dist- Nadia, Pin- 741127, West Bengal. Do hereby declare that I have Changed my name from SIBRA MANDAL TO ABJIAN MANDAL (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ABJIAN MANDAL in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 20/03/2024. ABJIAN MANDAL and SIBRA MANDAL both are Same and one identical person.

Name Change
I NEHA SETHI, W/O RAHUL SETHI, R/O 12B, DIMPLE COURT, 26, SHAKEESPEARE SARANI, PO CIRCUS AVENUE, KOLKATA -700017, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NEHA JAIN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/04/2024. THAT NEHA JAIN AND NEHA SETHI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MOMINUR MISTRI (OLD NAME) SON OF LATE TAFEI MISTRI, RESIDING AT BAJUITPUR, GAZNA, HANSKHALI, NADIA-741507, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MAMINUR MISTRI(NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/04/2024. THAT MOMINUR MISTRI AND MAMINUR MISTRI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I SK MOJAFER, SON OF SEKH ABDUL HAMID, RESIDING AT BON-HOOGHLY MIRPARA, PO-BON-HOOGHLY, P.S-NARENDRAPUR, BARUIPUR-700103, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOJAFER SEKH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/04/2024. THAT SK MOJAFER AND MOJAFER SEKH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Ranjita Mondal (old name) W/O Arabinda Mondal, residing at Bishnupur, Kuirdari, P.O.- Nepalganj, District - South 24 Pgs, Pin-700103, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Ranjita Mondal Naskar (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 16/04/2024. Ranjita Mondal Naskar (new name) and Ranjita Mondal (old name) both are same identical person.

Name Change
I WAHAB ALI MOLLA, S/O MD ABDUL HAI MOLLA, R/O TENU-TULKHUI, PO AKRAKRISHNANAGAR, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-700140, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS OHAB ALI MOLLA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/04/2024, THAT WAHAB ALI MOLLA AND OHAB ALI MOLLA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MARJINA BIBI, W/O- OMAR ALI MONDAL, R/O- FALEYA, SHRIRAMPUR, GOPALNAGAR, NORTH 24 PARGANAS, PIN- 743262, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MARJINA MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/04/2024, THAT MARJINA BIBI AND MARJINA MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SK MOSABAR & SEKH MOSABBAR, S/O- AJJUL, R/O- VILL PASCHIM BAINAN, P.O- BAINAN, P.S- BAGNAN, HOWRAH-711303, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK MOSABAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/04/2024. THAT SK MOSABAR & SEKH MOSABBAR ALSO SK MOSABBAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I ZENAB ABBAS MOHAMMED ZARIF, D/O- HAKIM HASSANALI WARD-HAWALA, R/O 26, POLLOCK ST, 1ST FLOOR, PS- HARE STREET, KOLKATA-700001, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ZENAB A ZARIF, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/04/2024, THAT ZENAB ABBAS MOHAMMED ZARIF AND ZENAB A ZARIF ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MASUDUL RAHAMAN, S/O- SEKH MARUF ALI, R/O- NAYABAZ SEKH PARA, PO- GIPO COLONY, HOWRAH, PIN-711112, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SEKH MASUDUL RAHAMAN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/04/2024, THAT MASUDUL RAHAMAN AND SEKH MASUDUL RAHAMAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Subal Chanda (Old name) S/O Late Narendranath Chanda, Residing at Vill- Khadaligobra, P.O.- Digha, P.S.- Digha Mohana Coastal, Dist- Purba Medinipur, Pin- 721428, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Subal Kumar Chanda (New name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 16/03/2024. Subal Kumar Chanda (New name) and Subal Chanda (Old name) both are same identical person.

Name Change
I HAROSHITA HALDAR, SON OF BINOD BEHARI HALDER, DL NO WB2020080182450, RESIDING AT D/73 NEW GARIA HOUSHING DEVELOPMENT SOCIETY PANCHASAYAR ,KOLKATA- 700094, WEST SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HAROSHIT HALDER VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 16/01/2024. THAT HAROSHITA HALDAR AND HAROSHIT HALDER BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I ANIRABAN SEN, S/O- KALYAN SEN, R/O- 71, JATINDAS ROAD, FLAT-9, PS-RABINDRA SARO BAR, KOLKATA-700029, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANIRBAN SEN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/04/2024, THAT ANIRABAN SEN AND ANIRBAN SEN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন
আমি Nour Islam Mondal (পুরাতন নাম) পিতা Elahi Boksh Mandal চিকনা Paikpara, P.O.- Bongaon, P.S.- Bongaon, 24 Pgs (N), Pin-742335 কলকাতার নোটারি পাবলিক Dated 16-04-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Nourislam Mandal (নতুন নাম) ও Nour Islam Mondal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি ।

Name Change
I MD PARVEZ, S/O- MD HASAN, R/O- H-1/A, SHYAM LAL LANE, P.O&P-S- GARDEN REACH, KOLKATA-700024, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD PARVEZ, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/04/2024, THAT MD PARVEZ AND MD PARVEZ ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন
আমি Vivek Agarwalla (পুরাতন নাম) পিতা Birendra Kumar Agarwalla চিকনা 19, Ballygunge Circular Road, Kolkata-700019 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 16-04-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Vivek Vardhan Agarwalla (নতুন নাম) নামে পরিচিত হল। Vivek Vardhan Agarwalla (নতুন নাম) ও Vivek Agarwalla (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি ।

Name Change
I MD PARWEZ, S/O- MD HASAN, R/O- H-1/A, SHYAM LAL LANE, P.O&P-S- GARDEN REACH, KOLKATA-700024, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD PARVEZ, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/04/2024, THAT MD PARWEZ AND MD PARVEZ ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন
আমি Aradhana Vivek Agarwalla (পুরাতন নাম) স্বামী Vivek Vardhan Agarwalla চিকনা 19, Ballygunge Circular Road, Kolkata-700019 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 16-04-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Aradhana Agarwalla (নতুন নাম) নামে পরিচিত হল। Aradhana Agarwalla (নতুন নাম) ও Aradhana Vivek Agarwalla (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি ।

Name Change
I ANUSREE SEN, DAUGHTER OF APURBA MITRA, WIFE OF SAYANTAN SEN, RESIDING AT 42/2 GARIAHAT ROAD, KOLKATA -700029, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANUSREE MITRA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/04/2024. THAT ANUSREE SEN AND ANUSREE MITRA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Gita Devi W/o. Bihari Ram Kushwaha R/o. Gayatri Nwas, near Loknath Temple Neamatpur, Palash Bagan , P.S., Kulti, Pin-713359, Dist.- Paschim Bardhaman, W.B. shall henceforth be known as Gita Devi Kushwaha. I declare that Gita Devi Kushwaha and Gita Devi is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public Kolkata on 16-04-2024.

Name Change
I KRISHNA PAUL & KRISHNA PAL, S/O LATE ABHIMUNYA PAUL, R/O C/19, NASKAR HAT DAKSHIN PARA, PO- TILAJALA, KOLKATA -700039, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KRISHNA PADA PAUL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/04/2024, THAT KRISHNA PAUL& KRISHNA PAL AND KRISHNA PADA PAUL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Takkel Ali Mondal S/o Akkach Mondal R/o Vill.- Chakla Tangra Colony, P.O.- Tangra Colony, Bongaon, Pin-743251, W.B., India shall henceforth be known as Takkel Mandal. I declare that Takkel Mandal and Takkel Ali Mandal is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 16-04-2024.

Name Change
I, Sadiqui Islam (Old name) S/O Jayed Ali, Residing at Kajial Para Rajarhat, Dist- North 24 Parganas, Pin-700135, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Mohammad Sadiqui Islam (New name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 16/03/2024. Mohammad Sadiqui Islam (New name) and Sadiqui Islam (Old name) both are same identical person.

Name Change
I, Asraf Ali Mondal @ Asraf Mondal S/O- Barsed Mondal resident of Vill- Kamdebpur (Paschim), P.O.- Sugandhya, P.S.- Polba, Dist- Hooghly, WB-712102, have changed my name and shall henceforth be known as ‘ASRAF ALI MANDAL’ vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 08/04/2024. That Asraf Ali Mondal, Asraf Mondal and Asraf Ali Mandal all are same and one identical person.

বিশ্বকাপ ভাবনায় নয় মোড়

বিরাটকে টিমে রাখতে ‘বিশেষ জায়গা’ রোহিতের!

মুম্বই, ১৭ এপ্রিলঃ বাতিলের খাতায় নন, তাকে ‘মতুন’ ভূমিকায় দেখা যাবে। টি-২০ বিশ্বকাপের টিম থেকে বাদ পড়তে পারেন, এই বিতর্কে জেরবার ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। যুক্তি, পাণ্ডা যুক্তি, তর্ক, আলোচনার শেষ নেই। তার মতো ক্রিকেটারকে টিম থেকে বাদ দিয়ে তরুণ প্রজন্মের দিকে তাকানোর সময় এখনও হয়নি। বিশেষজ্ঞমহল এ কথা সাফ জানিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ, বিরাট কোহলিকে বাদ দিয়ে বিশ্বকাপের টিম বানানো বেশ কঠিন। আর বিরাটের পক্ষে যাচ্ছে তাঁর আইপিএল ফর্ম। ২৫টা হাফসেঞ্চুরি, ১টা সেঞ্চুরিতে টিমকে একাই টানছেন বিরাট। বিশ্বকাপ টিমে তিনি থাকছেন মোটামুটি বলেই দেওয়া যায়। তবে ভূমিকা বদল হবে কোহলির। ১২ বছর আগে শেষ বার আইসিসির কোনও টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। এই ১০ বছরের খরা রেহিত শর্মা কাটতে মরিয়া। আর তাই জুন মাসের বিশ্বকাপে রোহিত চাইছেন টিমে অভিজ্ঞতা, তারুণ্য, আগ্রাসন সব থাকুক। নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকার, কোচ রাহুল দ্রাবিড ও ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা সম্প্রতি মুম্বইয়ে বৈঠকে বসেছিলেন। এই দিনই কার্যত বিশ্বকাপের সম্ভাব্য দল বেছে ফেলা হয়েছে। হার্পিক পাণ্ডিয়াকে যেমন কড়া বাতী দিয়ে

বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে বোলার হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে না পারলে বিশ্বকাপ টিমে তাঁর জায়গা হবে না। ঠিক তেমনই বিরাট কোহলিকে বাদ দিয়ে বিশ্বকাপ টিম বানানো যে সম্ভব নয় তাতে এক মত হয়েছেন অজিত-রাহুল-রোহিত।

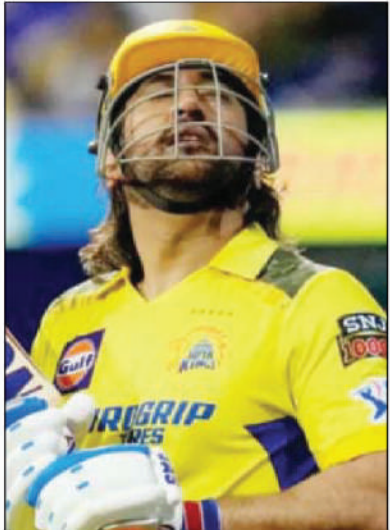


বিরাট বিশ্বকাপের টিমে কোন ভূমিকায় খেলতে পারেন? বহুদিন পর বিরাট কোহলিকে দেশের হয়ে আবার ওপেন করতে দেখা যেতে পারে। টি-২০ ফর্ম্যাটে তিন নম্বরে সাধারণত বাট করেন বিরাট। কোনও ওপেনার দ্রুত আউট হলে

বিরাটের কাঁখে থাকে দায়িত্ব টিমকে নির্ভরযোগ্য জায়গায় পৌঁছে দেওয়া। এই বিশ্বকাপের টিমে বিরাট ওপেনার হিসেবে খেলবেন। কেন তিনের বদলে বিরাট ওপেনার? সোজা যুক্তি হল, তিন বা চারে যিনি নামবেন, তাঁকে স্ট্রাইকরেট খোলা হল, যাতে বড় রানের জন্য পান তিনি। হালফিলে বিরাট বড় রান করছেন ঠিকই, তবে স্ট্রাইকরেট কমেছে। অবশ্য আরসিবির হয়ে ওপেন করতে নেমে তিনি ঠেঁথি ধরে ক্রিকেট খাচ্ছেন। বিরাটের পক্ষে যাচ্ছে এই যুক্তি সেকেন্ডে রোহিত একই বিরাট হবেন এই বিশ্বকাপের নতুন ওপেনিং জুটি। বিরাট যদি ওপেনার হিসেবে বিশ্বকাপে খেলেন, তা হলে হয়তো টিমে যশস্বী জয়সওয়ালের জায়গা পাওয়া কঠিন হবে। বিরাটের পাশাপাশি আরও একটা বিষয় নিয়ে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের আলোচনা চলছে। আইপিএলে পারফর্ম করা ক্রিকেটারদের টিমে কতটা সুযোগ পাওয়া উচিত? মায়াক্ষ যাদব, যুজবেন্দ্র চাহাল সহ বেশ কিছু নাম রয়েছে, যারা আইপিএলে ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলছেন, ভারতীয় টিমে ঢোকান দাবিও তুলে ফেলেছেন। বিশ্বকাপে তাঁদের কি বিবেচনা করা হতে পারে? টিম ম্যানেজমেন্ট একটা ব্যাপারে একমত, কাপ জেতার জন্য যতটা সম্ভব ভারতীয় টিমে রাখা হবে। সেকেন্ডে কুলদীপ যাদবের জুটি হিসেবে চাহালকে আবার অনেকদিন পর টিমে দেখা যেতে পারে। মায়াক্ষের চোট কেমন, টিমে ফিরে কেমন পারফর্ম করেন, এ দিকে নজর থাকবে রোহিত-রাহুলের।

ধোনি পাঁচিশের আইপিএলে খেলবেন? এক বাক্যে উত্তর রায়নার

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিলঃ ধুমধাম করে এগিয়ে চলেছে ১৭তম আইপিএল। আর টুর্নামেন্টের মাঝে বরাবরের মতো লাইমলাইটে রয়েছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। ২০০৮ সাল থেকে মহেন্দ্র সিং ধোনি আইপিএলের সঙ্গে যুক্ত। ২৫৬টা আইপিএল ম্যাচে খেলেছেন। গত বছরের আইপিএল থেকে বার বার আলোচনা হয়েছে মহেন্দ্র সিং ধোনির অবসর নিয়ে। অনেকেই ভেবেছিলেন ২০২৩ সালের আইপিএল খেলে অবসর নেননি কিন্তু ধোনি তেমনটা করেননি। বরং এ বারের আইপিএলে নিজের ভূমিকা বদলছেন। আর তিনি চেন্নাই সুপার কিংসের ক্যাপ্টেন নেই। কিন্তু হৃদয় জারিতে ঠিক প্রতি ম্যাচেই ধোনি মাঠে নামছেন। এই মাঝে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ধোনির আইপিএল ভবিষ্যৎ নিয়ে। এই প্রসঙ্গে তার খুব কাছের বন্ধু সুরেশ রায়না যা বলেছেন, তা শ্রিয়েসকে অনুরাগীদের মুখে হাসি ফোটাবে। আইপিএল চলাকালীন জিও সিনেমায় টুর্নামেন্টের এক অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার আরপি সিংকে প্রশ্ন করেন, যে ১১টা আইপিএল



ফাইনাল খেলেছে তাঁকে নিয়ে একটা প্রশ্ন রয়েছে। তিনি জানান, পার্থিব প্যাটেল বলেছেন, এটাই হয়তো ধোনির শেষ আইপিএল। এরপরই ওই

সঞ্চালকের প্রশ্নের জবাবে আরপি সিং বলেন, “আমার মনে তো হচ্ছে না।” এরপর সঞ্চালক বলেন, “আপনার তো ধোনির সঙ্গে প্রায় দেখা হয়, কথা হয়। এই ব্যাপারে কী বলেন?” আরপি উত্তর দেন, “ওর সঙ্গে আমার কথা হয় টিমে। কিন্তু এই বিষয়ে ওর সঙ্গে আমি কথা বলিনি।” এরপর আরপি সিং তাঁর পাশে বসে থাকা সুরেশ রায়নাকে প্রশ্ন করেন মহেন্দ্র সিং ২০২৫ সালের আইপিএলে খেলবেন কিনা। একবারেই রায়না ওই প্রশ্নের উত্তর দেন। তিনি বলেন, “খেলেন্দে” অর্থাৎ ধোনি খেলবেন। এ কথাই বলতে চেয়েছেন সুরেশ রায়না। স্বাভাবিকভাবেই এই ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। সেইসাথে ধোনির অনুরাগীদের মুখে হাসিও ফুটেছে। এ বারের আইপিএলে মহেন্দ্র সিং ধোনির ক্যামিও অনুরাগীরা বেশ উপভোগ করছেন। উইকেটের পিছনে ধোনিকে সব ম্যাচে দেখা গেলেও এ বারের আইপিএলে শুধুর ২টি ম্যাচে তাঁকে বাট হাতে দেখা যায়নি। এরপর বাকি ৪ ম্যাচে ধোনির ব্যাটিং মুদ্রা হয়ে দেখেছেন তাঁর অনুরাগীরা।

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

জ্বলে উঠলেন এমবাপে, বার্সেলোনাকে কাঁদিয়ে সেমিফাইনালে পিএসজি

বার্সেলোনা ১ - ৪ পিএসজি
ক্যাম্প ন্যুও, ১৭ এপ্রিলঃ গোল তো নয় যেন কফিনে শেষ পেরেক! ৮৯ মিনিটে কিলিয়ান এমবাপে যখন পিএসজির চতুর্থ গোলটা করলেন, বার্সেলোনার শোকবিহ্বল সমর্থকদের শুকনো মুখগুলোর দিকে তখন তাকানো যায়নি না। সমর্থকদের কেউ কেউ ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছিলেন। ওই গোলেই যে বিদায়ের বিউগল বেজে গিয়েছিল তাঁদের মনে। উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে নিস্প্রাভ এমবাপে যে বার্সেলোনার মাঠে জ্বলে উঠতে পারেন, সেই শব্দা বার্সা সমর্থকদের মনে আগে থেকেই ছিল। এর আগেও বার্সার মাঠে এসে হ্যাটট্রিক করেছিলেন। আজ করলেন জেডা গোল। দ্বিতীয়ার্ধে এমবাপের দুই গালের আগে উসমান দেম্বেলে ও ভিভিনিয়াও বার্সার জাল কাঁপিয়েছেন। তাতে রাকিনিয়ার গোলো কাতালান ক্লাবটির বিপক্ষে পিছিয়ে পড়তে ৪-১ ব্যবধানে জয় পেল পিএসজি। ঘুরে দাঁড়ানো এ জয়ে দুই লেগ মিলিয়ে ৬-৪ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে সেমিফাইনালে পৌঁছে গেল লুইস এনরিকের দল। বিদায় নিতে হলো জাভি হার্নান্দেজের বার্সাকে। ফাইনালে ওঁটার লড়াইয়ে পিএসজি প্রতিপক্ষ হিসেবে পেল রোনাল্দু ক্লাব বরুসিয়া উর্টমুন্ডকে। বার্সেলোনার ‘মতুন ঘর’ এন্ট্রাদি অলিম্পিক লুইস কোম্পানিমে অনুষ্ঠিত ম্যাচটি ফুটবলপ্রেমীরা অনেক দিন মনে রাখবেন মার্চের উত্তেজনা আর বিতর্কিত রেফারিংয়ের কারণে। ম্যাচটি পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছিলেন ইতুভান কোভাকো। রোমানিয়ার এই রেফারি দুই দল মিলিয়ে ১২টি কার্ড দেখিয়েছেন, যার মধ্যে লাল কার্ড ৩টি। কোভাকোের লাল কার্ড থেকে রেহাই পাননি বার্সার প্রধান কোচ জাভি এমরিক গোলাকিপার কোচ হোসে রামোন দে লা ফুয়েন্তেও। অথচ ম্যাচের প্রায় আধঘণ্টা সবকিছু বার্সেলোনার নিয়ন্ত্রণেই ছিল।

পিএসজির মাঠ পার্ক দে প্রিন্সেসে রাকিনিয়ার জেডা গোলো প্রথম লেগে ৩-২ ব্যবধানের জয় নিয়ে ফিরেছিল বার্সা। ১২ মিনিটে সেই রাকিনিয়ার গোলেই কাতালান ক্লাবটি আজ এগিয়ে গিয়েছিল। দুই লেগে মিলিয়ে ৪-২ গোলে এগিয়ে থাকা জাভির দলকেই তখন কোয়ার্টার মনে হচ্ছিল। কিন্তু ২৯ মিনিটে



পিএসজির প্রাভলি বারকোলাকে ফাউল করে সরাসরি লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয় রোনাল্দু আরাউজোকে। ম্যাচের আধঘণ্টা পেরোনার আগেই ১০ জনের দলে পরিণত হওয়া বার্সা যে কঠিন পরীক্ষায় পড়তে যাচ্ছে, সেটা তখনই আঁচ করা গিয়েছিল। ৪০ মিনিটে সমতা ফিরিয়ে সেই ধারাবাহিক সত্যি করেন উসমান দেম্বেলে। এ মরসুমেই বার্সা ছেড়ে পিএসজিতে যোগ দেওয়া ফরাসি ফরোয়ার্ডের জীবন দুর্বিষহ করে তুলতে সব ধরনের আয়োজন করে রেখেছিল কাতালান ক্লাবটির সমর্থকরা। কেউ কেউ দেম্বেলের বিকৃতি করা মুখের ছবি নিয়ে মাঠে আসেন, অনেকেই তাকে উদ্দেশ্য করে দুয়ো দিতে থাকেন। কিন্তু

কোনও কিছুই দেম্বেলেকে টলাতে পারেনি। নিষেধাজ্ঞার কারণে প্রথম লেগে খেলতে না পারা আশরাফ হাকিমি আজ দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই বালক সেপান। ম্যাচের ৫৪ মিনিটে হাকিমির কাছ থেকে বল পেয়েই পিএসজিকে এগিয়ে দেন ভিভিনিয়া। একে তো দল পিছিয়ে পড়েছিল, তার ওপর দলের খেলোয়াড়দের একের পর এক কার্ড দেখিয়ে যাচ্ছিলেন রেফারি কোভাকো। রেফারিং নিয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠা জাভি চতুর্থ অফিশিয়ালের সামনেই একটি বিস্ময়জনী বোর্ডে লাথি মেরে বসেন। এ ঘটনা জড়িকেও লাল কার্ড দেখিয়ে ডায়াগনস্টিক থেকে তাড়িয়ে দেন কোভাকো। প্রতিবাদ জানাতে গেলো লাল কার্ড দেখতে হয় বার্সার গোলকিপার কোচ দে লা ফুয়েন্তেকেও। কিছুক্ষণ পর বার্সার পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যায়। জেয়োও কানসেলো দেম্বেলেকে নিজেদের বগে ট্যাকল করে ফেলে দিলে পেনাল্টি পায় পিএসজি। সফল স্পট কির্কে প্যারিসের ক্লাবটিকে ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন এমবাপে। এ গোলে

চোট, ব্যাটে বড় তুলতে পারছেন না মন খারাপ রিকু সিংয়ের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ এপ্রিলঃ রিকু সিং কেকেআরের অন্যতম সেরা আকর্ষণ। কিন্তু এ বারের আইপিএলে ৬টি ম্যাচে সেই অর্ধে রিকু ধামাকা দেখার সুযোগ পাননি কেকেআরের অনুরাগীরা। ব্যাট হাতে যথার্থ সুযোগ পাচ্ছেন না তিনি। সেই নিয়ে আলিগড়ের রিকু সিং জানিয়েছেন, টিমের টপ অর্ডারের ব্যাটাররা এত ভালো পারফর্ম করছেন বলেই তিনি সুযোগ পাচ্ছেন না। ইডেনে গার্ডেনে পর পর ২টি ম্যাচে কেকেআরের হয়ে ফিফ্টিংয়েও নামেননি রিকু সিং। এরই মাঝে তিনি রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে হারবার পর প্রেস কনফারেন্সে এসে জানিয়ে দেন, চোট নিয়ে খেলছেন। যে কারণে ২টো ম্যাচে ফিফ্টিংয়েও নামেননি। একইসঙ্গে রিকুর গলায় অবশ্য আশার সুরও শোনা গিয়েছে। জস বাটলারদের বিরুদ্ধে হারবার পর প্রেস কনফারেন্সে রিকুকে গত মরসুমের ৫ বলে ৫ ছয় নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়। রিকু বলেন, “সেটা আমার দিন ছিল। অনুভূতিও অসাধারণ ছিল।



কর্মে দেখা গেল। আমি যতটুকু সুযোগ পাচ্ছি, তাতে দলের জন্য রান করার চেষ্টা করছি।” রিকু সিং ফিনিশার তকমা যেমন পেয়েছেন, তেমনই তাঁর ফিফ্টিং নিয়েও চর্চা হয়। কিন্তু কেকেআরের হয়ে শেষ ২টি ম্যাচে রিকু সিং ফিফ্টিং না করায় তাঁর অনুরাগীদের মনে আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল

যে, হয়তো তিনি চোট পেয়েছেন। প্রেস কনফারেন্সে রিকু পরিষ্কার জানিয়ে দেন, অল্প চোট রয়েছে তাঁর। কিন্তু আগামী ম্যাচেই তিনি ফিফ্টিং করবেন। রিকু বলেন, “আমার অল্প চোট রয়েছে। যে কারণে আমি ফিফ্টিং করতে পারিনি। তবে আমি ২১ এপ্রিলের ম্যাচে ফিফ্টিং করব।” কেকেআর তারকা রিকুর চোট নিশ্চিতভাবে অন্তটা গুরুতর নয়। তা না হলে তাঁকে ব্যাটিংয়ে দেখা যেত না। লখনউয়ের বিরুদ্ধে তাঁকে ব্যাটিং করতে হযনি। কিন্তু ফিফ্টিংয়ে একটা সময় পর তাঁকে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে নামতে দেখা গিয়েছিল। আর রাজস্থানের বিরুদ্ধে ৯ বলে অপরাজিত ২০ রান করেন রিকু। পয়েন্ট টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে থাকা কেকেআর রবিবার ইডেনে নামবে আরসিবির বিরুদ্ধে। এই ম্যাচ জিততে পারলে নাইটদের পয়েন্ট হবে ১০। আপাতত ৬ ম্যাচে ৪টি জয় ও ২টি হারের পর কলকাতা নাইট রাইডার্সের পয়েন্ট ৮। এবং নেট রান রেট ১.৩৯৯।

রাজস্থানের কাছে হারার পরেই ১২

লক্ষ টাকা খেসারত দিতে হল নাইট অধিনায়ক শ্রেয়সকে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ এপ্রিলঃ ইডেনে ২২৩ রান তুলেও রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে হেরে গেল কলকাতা নাইট রাইডার্স। সেই হারের পর জরিমানাও করা হল অধিনায়ক শ্রেয়স আয়ারকে। মন্ডর ওভার রেটের জন্য এই শাস্তি পেলেন তিনি। জস বাটলার ৬০ বলে ১০৭ রান করেন। তার ব্যাটে ভর করেই কলকাতাকে হারিয়ে দেয় রাজস্থান রয়্যালস। ম্যাচ শেষে আইপিএলের তরফে জানানো হয়, প্রথম বার কলকাতা নাইট রাইডার্স সটিক সময়ে ১০ ওভার শেষ করতে ব্যর্থ হয়েছে। সেই কারণে অধিনায়ক শ্রেয়স আয়ারকে ১২ লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হবে। দ্বিতীয় বার একই ভুল করলে জরিমানার পরিমাণ বাড়বে। ছ’টি ম্যাচের মধ্যে চারটি জিতেছে কেকেআর। দু’টি ম্যাচ হেরেছে। অন্য দিকে রাজস্থান সাত ম্যাচের মধ্যে ছ’টি জিতেছে। ১২ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে তারা। কলকাতা রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে। ম্যাচে সুনীল নারায়ন ১০৯ রান করেন। তাঁর ব্যাটে ভর করে কেকেআর প্রথম ইনিংসে ২২৩ রান করে। রিকু সিং শেষ বেলায় ৯ বলে ২০ রান করেন। কলকাতার দেওয়া লক্ষের জবাবে বাট করতে নেমে ১৪ ওভারে রাজস্থান করে ১২৮ রান। বাটলার এক দিকে থাকলেও ৬ উইকেট পড়ে গিয়েছিল তাদের। ৬ ওভারে ৯৬ রান প্রয়োজন ছিল ছিল জিততে। সেটাই করে দেখান বাটলার। ৬০ বলে ১০৭ রান করেন তিনি।

আতলেতিকোকে বিদায় করে ১১ বছর পর সেমিফাইনালে উর্টমুন্ড

বরুসিয়া উর্টমুন্ড ৪ - ২ আতলেতিকো মাদ্রিদ
উর্টমুন্ড, ১৭ এপ্রিলঃ সিগনাল ইদুনা পার্ক থেকে একটু আগে যে হৃদয় উৎসব পুরো উর্টমুন্ড শহরে ছড়িয়ে পড়েছে, তা আজ রাতভর চলার কথা। জার্মানির সবচেয়ে আবেগপ্রবণ সমর্থক হিসেবে পরিচিত বরুসিয়া উর্টমুন্ডের ‘ব্ল্যাক অ্যান্ড ইয়েলো আর্মি’ বোটার নেতৃত্বে। সমর্থকদের এই উদ্‌যাপন আজ বার্নবার হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। তাদের প্রিয় দল বরুসিয়া উর্টমুন্ড যে চ্যাম্পিয়নস লিগে ঘুরে দাঁড়ানোর অদম্য গল্প লিখেছে। আতলেতিকো মাদ্রিদের মাঠ ওয়াপল মেট্রোপলিতানায় আগের লেগে ২-১ ব্যবধানে হেরে আসা উর্টমুন্ড আজ নিজেদের ডেরা সিগনাল ইদুনা পার্ক ৭০ মিনিট পর্যন্তও ২-২ সমতায় ছিল। কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় দলটিকে তখন চোখ বাঙানি দিচ্ছিল। কাণপ, সেমিফাইনালে জায়গা করে নিতে হলে শেষ ২০ মিনিটে দরকার আরও ২ গোল। ম্যাচটাকে অতিরিক্ত সময়ে নিতে হলেও একটি

গোল করতেই হলো। এমন স্নায়ুচাপকে সঙ্গী করেই ৭১ মিনিটে উর্টমুন্ডকে এগিয়ে দিলেন নিকলাস ফুলক্রুগ। মুহূর্তেই আতলেতিকোর জাল কাঁপান সেই সাবিংজার, যা ফিরে আসে। ম্যাচে ৩-২ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়া আর সন্নিগিতভাবে ৪-৪-এ সমতা আসতেই উর্টমুন্ড খেলোয়াড়ের শরীর ভাঙাও বদলে যায়। দলটি এরপর আরও আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে শুরু করে। ৬ মিনিট পরেই আসে কাল্কিত সেই মুহূর্তে ফুলক্রুগের পাস থেকে আতলেতিকোর জাল কাঁপান সেই সাবিংজার, যা চ্যাম্পিয়নস লিগে ২৮ ম্যাচ পর তাঁর প্রথম গোল। অস্ট্রিয়ান এই মিডফিল্ডারের গোলেই স্বপ্নের সেমিফাইনালে পৌঁছে যায় উর্টমুন্ড। আর তিনি বনে যান দলের ত্রাতা। এই গোলার আগে সাবিংজার যে দুটি গোলে বলের জোগান দিয়েছিলেন, তা ২৭ বছর পর উর্টমুন্ডের কোনও খেলোয়াড়ের নকআউট পর্বে জেডা অ্যাসিস্টের ঘটনা। সর্বশেষ ১৯৯৭ সালের ফাইনালে দুটি অ্যাসিস্ট করেছিলেন আন্দ্রেয়াস মোলার। ওই ম্যাচে জুয়েন্তাসকে হারিয়ে শিরোপা জিতেছিল উর্টমুন্ডই। জার্মান ক্লাবটি নিশ্চয় এবার ‘৯৭ ফেরাতে চাইবে!



সুফলও পায় আতলেতিকো। ৬৪ মিনিটে কোরেয়ার গোলেই ২-২ সমতা আনে মাদ্রিদেন্স ক্লাবটি, সেই সঙ্গে দুই লেগে মিলিয়ে ৪-৩ ব্যবধানে এগিয়ে যায়। এর আগে আতলেতিকোর কাঁচটা সহজ করে দেন ম্যাচস হামেলস। ৪৯ মিনিটে জার্মানির এই অভিজ্ঞ

ডিফেন্ডারের আত্মঘাতী গোলেই ঘুরে দাঁড়ানোর রসদ পেয়ে যায় সিমিওনের দল। কিন্তু ৭১ মিনিটে ফরোয়ার্ড ফুলক্রুগ গোল করলে সিগনাল ইদুনা পার্কে যেন প্রাণ ফিরে আসে। ম্যাচে ৩-২ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়া আর সন্নিগিতভাবে ৪-৪-এ সমতা আসতেই উর্টমুন্ড খেলোয়াড়ের শরীর ভাঙাও বদলে যায়। দলটি এরপর আরও আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে শুরু করে। ৬ মিনিট পরেই আসে কাল্কিত সেই মুহূর্তে ফুলক্রুগের পাস থেকে আতলেতিকোর জাল কাঁপান সেই সাবিংজার, যা চ্যাম্পিয়নস লিগে ২৮ ম্যাচ পর তাঁর প্রথম গোল। অস্ট্রিয়ান এই মিডফিল্ডারের গোলেই স্বপ্নের সেমিফাইনালে পৌঁছে যায় উর্টমুন্ড। আর তিনি বনে যান দলের ত্রাতা। এই গোলার আগে সাবিংজার যে দুটি গোলে বলের জোগান দিয়েছিলেন, তা ২৭ বছর পর উর্টমুন্ডের কোনও খেলোয়াড়ের নকআউট পর্বে জেডা অ্যাসিস্টের ঘটনা। সর্বশেষ ১৯৯৭ সালের ফাইনালে দুটি অ্যাসিস্ট করেছিলেন আন্দ্রেয়াস মোলার। ওই ম্যাচে জুয়েন্তাসকে হারিয়ে শিরোপা জিতেছিল উর্টমুন্ডই। জার্মান ক্লাবটি নিশ্চয় এবার ‘৯৭ ফেরাতে চাইবে!

প্রকাশিত

সুচিকিৎসা

২৬ বর্ষ • পঞ্চম সংখ্যা • ১ এপ্রিল ২০২৪

সুস্বাদু

আহারে

শরীর ফিট

- সচেতনতা অবলম্বন করে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ থেকে দূরে থাকা সম্ভব
- ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি ডায়াবেটিকদের কিডনির সমস্যা
- সফলতালান্তের প্রার্থে দরকার সার্থক ও কার্যকরী জীবন পরিচালনা
- হাট রিপ্লেসমেন্টের কিছু সত্য ধারণা
- ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজি
- সুস্থ ও গুণে ভরপুর মাছ
- সর্বোচ্চ প্রোটিন পাওয়া যাবে মাংসে

সুচিকিৎসা এখন অনলাইনে পড়তে পাশের কোডটি স্ক্যান করুন